চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালের
নানা খবর
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২৮ অগ্রহায়ণ – ৪ পৌষ, ১৪৩১ ঃ ১৪ ডিসেম্বর – ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 8, 14 December - 20 December, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে নির্বাচন আসছে। ঘর ঘর জল প্রকল্পে তেমন

সাফল্য আসেনি। এর জন্য নাকি দায়ী কিছু কেন্দ্রীয় সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাই মুখ্যসচিব বৈঠকে বসেন রেল, ডিভিসি, জাতীয় সড়ক, আইওসিএল, আইডব্লএআই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

রবিবার : কাশী, মথুরার পর এবার মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার

অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের সম্ভল, জৌনপুরে। সব বিচারের দাবী জমা পড়েছে আদালতে। মন্দির–মসজিদ বিতর্কের বিচারে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ বেঞ্চ গড়ে দিল সুপ্রীম কোর্ট।

সোমবার : আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনকে আত্মহত্যা

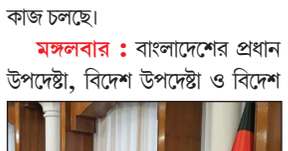

বলে চালানোর চেষ্টা এবং প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ময়না তদন্তে উপস্থিত এক চিকিৎসকের বয়ানে স্থাপিত হতে চলেছে বলে জানিয়েছে সিবিআই। সেইমত চার্জশিট তৈরির কাজ চলছে।

মঙ্গলবার : বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা, বিদেশ উপদেষ্টা ও বিদেশ

সচিবের সঙ্গে দেখা করলেন ভারতের বিদেশ সচিব। সংখ্যালঘু নিপীড়নে উদ্বেগ জানিয়েছে ভারত। হাসিনাকে নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

বুধবার : কত না পরিকল্পনা করেছিল পুরদপ্তর, কিন্তু কিছুই

হয় নি। বরং রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় আরও দূষণে ভরে উঠেছে কেষ্টপুর–বাগজোলা খাল। মুখ্যসচিবের হলফনামা চেয়েছে পরিবেশ আদালত।

বৃহস্পতিবার : নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান কার্যকরী করতে প্রাথমিক ভাবে ১২৩৮ কোটি

বরাদ্দের কথা বিধানসভায় জানালেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী। কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বহুদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রকল্প রূপায়নে নিজেই এগিয়ে এল রাজ্য সরকার।

শুক্রবার : লোকসভার সঙ্গে সব বিধানসভার নির্বাচন এক সঙ্গে করাতে এক দেশ এক ভোট বিল অনুমোদিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়।

সংসদের চলতি অধিবেশন এই বিল পেশ হওয়ার কথা। এরপর যেতে পারে যৌথ সংসদীয় ও আইন বিষয়ক কমিটিতে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাগদার রণঘাট ও দৌলতপুর অনুপ্রবেশের ওপেন করিডর

কল্যাণ রায়চৌধুরি

পশ্চিমবঙ্গে ভারত–বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্ত এলাকা প্রায় এক হাজার কিমি। উন্নত ফেন্সিংয়ের কথা বলা হলেও এখনও বিভিন্ন জায়গা কাঁটা তারহীন। ভৌগোলিক কারণেই বিস্তীর্ণ এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটা তার দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সমস্ত উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকাগুলি পাচার, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে এক প্রকার স্বর্গরাজ্য। উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা থানা এলাকায় প্রায় ৫৮ কিমি বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত। এখানে প্রায় ২০ কিমি এলাকায় ফেন্সিং নেই। একটা ছোট নদী সীমানা নির্ধারণ করে। পেট্রাপোল থানা এলাকায় প্রায় ৪৪ কিমি সীমান্তের মধ্যে প্রায় ১০ কিমি উন্মুক্ত। চলতি বছরের আগষ্টে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পত্তনের পর বাংলাদেশের শাসন ভার যায় মহম্মদ ইউনুস ও তার অনুগামী মৌলবাদীদের হাতে। এইসব উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে রাতের অন্ধকারে চলতে তাকে অনুপ্রবেশ। হাসিনার আমলেও অনুপ্রবেশের কমতি ছিল না, আজও নেই।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বাগদার জনৈক চা–দোকানি বলেন, 'এখানের সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের বড় মাধ্যমে হল রণঘাট। এই

এলাকা নদী দিয়ে যেটা নদীর ধার দিয়ে একটা গ্রামও আছে। কোনও কাঁটা তার নেই। বিএসএফও থাকে অনেকটা দূরে। তাই লিকেজ হয় প্রায়ই সময়। এখানে প্রায়শই বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারী ঢুকে গিয়ে গ্রামে থেকে যায়। দালালের মাধ্যমে এখানকার সব নথি, কাগজপত্র তৈরি হয়ে যায়। রুগী সেজে একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে চলে যায়। রুগী হওয়ায় বিএসএফ কিছু বলতে পারেনা। এরা প্রচুর টাকার বিনিময়ে আসে। এখানে যে নদী আছে, সেখানে তো কোনও কাঁটাতার নেই। শোনা যাচ্ছে আস্ত কলাগাছ কেটে নদীতে ফেলে তাতে ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারীকে বেঁধে দড়ি ধরে টেনে এপাড়ে আনা হয়। এখানে ভারতীয় গ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা লোক তাদের তুলে নেয়। এপারে এসে গ্রামে শেল্টার নিয়ে নেয়, বিএসএফ তল্লাশিতে এলে 'আমার আত্মীয়' বলে খালাশ পায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

দৌত্যে কাজ হবে কি?

ওঙ্কার মিত্র

বাংলাদেশে এখন উন্মাদ মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য চলছে। আস্থা হারাচ্ছে উপদেষ্টা প্রশাসন। তারই মধ্যে শক্তিশালী দেশ হিসাবে ধৈর্য বজায় রেখেছে ভারত। ইতিমধ্যে দুটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলছে বিশ্বে। ভারত সে পথে না গিয়ে বাংলাদেশের মতো দুর্বল ভুখন্ডকে সামলাতে চাইছে কূটনৈতিক দক্ষতায়। কোনও ইগো বিতর্কে না জড়িয়ে ভারতের বিদেশসচিব নিজে ওপারে গিয়ে বৈঠক করে এসেছেন ইউনূস ও তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে। দু'তরফে উষ্মা ও বার্তা বিনিময় হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ। বৈঠকের ফলাফলে সাউথ ব্লক যে সন্তুষ্ট তাও পরিষ্কার ভারত সরকারের আবভাবে।

এত গেল কূটনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া। ২দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু বৈঠক পরবর্তী সময়ে ইউনূসের আচরণে এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কারণ বাংলাদেশ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও এখনও বন্ধ হয়নি হিন্দু নির্যাতন। এখনও বিষোদ্গার চলছে ভারতের বিরুদ্ধে যদিও দিল্লি বলছে ব্যবস্থা নিচ্ছে বাংলাদেশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

কেন্দ্র ও রাজ্যের সদিচ্ছার অভাবে থমকে তেল ভাণ্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে এবার একসঙ্গে আরও চারটি খনিজ তৈলকূপের সন্ধান পেল ওএনজিসি (অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন)। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই সংস্থা প্রথম অশোকনগরে তেলের সন্ধান পায়। এরপর তারা সেই অপরিশোধিত তেল ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে দেখে তা উন্নত মানের। মুম্বাইয়ে প্রাপ্ত ক্রুড অয়েলের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রয়েছে। ওএনজিসির তরফ থেকে মাটি পরীক্ষা করে, তেল প্রাপ্তির সন্ধান নিশ্চিত হবার পর তারা অশোকনগরের বাইগাছিতে খনন কার্য শুরু করে ২০১৮ সাল নাগাদ। উত্তোলনের সবুজ সংকেতও দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। এ খবরে এলাকার মানুষ আশান্বিত হয়েছিলেন। কারণ এখানে খনিজ তেলের ভাণ্ডার আবিস্কৃত হলে বদলে যাবে এলাকার অর্থনৈতিক চিত্রপট। তৈরি হবে কয়েক হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওএনজিসির তরফ থেকে রাজ্যের কাছে পেট্রোলিয়াম মাইনিং লিজের জন্য আবেদন করে। অশোকনগর পুরসভার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জমি মঞ্জুর করার পর ওএনজিসি সেই এলাকা ঘিরে ফেলে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে

ভুগছে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষা

অভীক মিত্র : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর পঠন পাঠন চালুর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষকসঙ্কট এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বীরভূম জেলার ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর পঠনপাঠন চালু হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ২ জানুয়ারি থেকে পড়ুয়া ভর্তি হওয়ার কথা। জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৪০২টি। ২০২০ সালে ৬১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী চালু হলে ৬টা শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন কিন্তু সেই শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর পঠনপাঠন চালু করা ক্ষেত্রে। মুরারই ২নং ব্লকের দাঁতুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। প্রধান শিক্ষক আনসারুল হক বলেন, বিদ্যালয়ে বর্তমানে আমাকে নিয়ে ৭জন শিক্ষক এবং ৪০৪জন পড়ুয়া আছে। পঞ্চম শ্রেণী চালু হলে ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত একই রাখতে আরো শিক্ষকের প্রয়োজন। প্রয়োজন অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষেরও।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেআইনি পানীয় জলের ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে

সুব্রত মণ্ডল, সোনাপুর : জল ছাড়া জীবন অচল। অথচ সেই পানীয় জলের জন্য শরীরে ছড়াচ্ছে বিষ। এমন অভিযোগেই একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলার সূত্র ধরে এবার বেআইনি পানীয় জলের রমরমা ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্য–র ডিভিশন বেঞ্চ। ট্রেনে, বাসে রকমারি ঠান্ডা পানীয় বিক্রি হয়। বাড়ি বাড়ি সিল প্যাক জারে পানীয় জলে পরিষেবা ও মেলে। কিন্তু তা কতটা নিরাপদ তা কারো ও জানা নেই। পানীয় জলের ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে কিনা তা জানতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। কারখানাগুলিতে কতটা স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পানীয় জলের কারখানা তৈরিতে খরচ অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু গ্রামীণ এলাকার মানুষের ক্ষেত্রে তা কার্যত অসম্ভব।

এরপর পাঁচের পাতায়

সরকার অনুমোদিত বড়িশা সাহিত্য পরিষদ পাঠাগার যেন হানাবাড়ি

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর অনুমোদিত কলকাতা পুরসভার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বড়িশা সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী ভারতের স্বাধীনতার আগে ১৯১৮ সালে স্থাপিত হয়। বেহালার সখের বাজার থেকে রাস্তার ডানদিকে সন্তোষ রায় রোড ধরে জেমস লং সরণি পেরিয়ে রাস্তার বাঁদিকে এই পাঠাগারটির অবস্থান। বিগত অক্টোবর মাসে এই লাইব্রেরীতে একটি পূর্ণ সময়ের লাইব্রেরিয়ান দেওয়া হয়েছে। এর আগে এক মহিলা অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন এই লাইব্রেরির। দ্বিতল এই লাইব্রেরীটির প্রবেশের মুখে দুদিকে ঘন ঝোপঝাড় বেড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন এই লাইব্রেরীর কোন সংস্কার হয়নি।। এমনকী গত ৬ বছর ধরে এই লাইব্রেরীতে কোন বিদ্যুৎ সংযোগও নেই। লাইব্রেরীর ভিতরে জঞ্জালের স্তুপ জড়ো হয়েছে। বইগুলো ঠিকভাবে রাখার জায়গা না থাকায় উইপোকায় বই কাটতে শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর। এমনকী লাইব্রেরির শৌচাগারেরও পরিস্থিতি ভালো নয়। অসাস্থ্যকর শৌচাগারের জন্য সাধারণ পাঠক এই শৌচাগার ব্যবহার করতে পারেনা। লাইব্রেরীর পাশেই এক বাইক গ্যারেজের কর্মচারী জানালেন, 'আগে এই এই লাইব্রেরীটি খুব ভালো চলতো। প্রচুর পাঠক–পাঠিকা এখানে আসতেন। মাঝখানে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকায় অনেকেই হতাশ হয়েছেন। নতুন একজন লাইব্রেরীয়ান কয়েক মাস আগে এখানে এসেছেন। তিনি নিয়ম করে লাইব্রেরি খোলেন। তবে লাইব্রেরীর ভিতরের

অবস্থা ভালো নয়। লাইব্রেরীতে সাপখোপের বাসাও হয়ে থাকতে পারে। বিকেলের পরে বিদ্যুৎ না থাকায় এই লাইব্রেরীটি পুরো অন্ধকার হয়ে যায়, হানাবাড়ির মত। বর্তমানে এই লাইব্রেরীটির দায়িত্বে আছেন সুবর্ণ বারিক নামে এক যুবক। তার বাড়ি নামখানা।' সুবর্ণবাবু জানালেন, 'লাইব্রেরীর ভিতরের অবস্থা ভালো নয়। অনেক বইপত্র পোকায় কেটে নষ্ট করেছে। শৌচাগারেরও সংস্কার দরকার। বিদ্যুৎ না থাকায় বিকেল ৪টের পরে খুবই অসুবিধা হয়। তিনি এও জানালেন লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির যে কমিটি হয় সেই কমিটিও এখানে দীর্ঘদিন ধরে নেই। সেই কমিটি ও গঠন করা অত্যন্ত প্রয়োজন লাইব্রেরীর স্বার্থে। এমনকী সম্প্রতি যে জেলা বইমেলা হলো বজবজে সেখান থেকে যে বই কেনা হয়েছে তা রাখার জায়গাও নেই।' সমস্ত বিষয়টি তিনি নাকি জানিয়েছেন জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরে। জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে, জেলা বইমেলা মিটে গেলে এই লাইব্রেরির সংস্কার করা হবে। এলাকার সাধারণ মানুষজনের দাবি, প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরীটির দ্রুত সংস্কার করুক জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর সেইসঙ্গে অবিলম্বে এই লাইব্রেরীতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হোক।

বড়িশা সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরির বেহাল অবস্থা নিয়ে ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা তথা কলকাতা পুরসভার ১৬ নম্বর বরো চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লেকে প্রশ্ন করায় তিনি প্রথমে বলেন, 'ওই লাইব্রেরীটি তো গত ১০ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এই প্রতিবেদক তাকে জানান, না ওটা খোলাই আছে নতুন একজন লাইব্রেরীয়ান দেওয়া হয়েছে। তখন উনি বলেন, এটা পৌরসভার বিষয় নয়। লাইব্রেরীর বেহাল অবস্থা সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে পারব না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রীকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন। তারাই বলতে পারবেন কেন বেহাল অবস্থা এবং কেন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।

ছবি : অরুণ লোধ

বিধায়ক ও বিডিওর নামে মাওবাদী পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থানীয় বিধায়ক এবং খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নামে ১০ ডিসেম্বর সকালে খয়রাশোল থানার বিভিন্নদিকে মাওবাদী পোস্টার দেখা যায়। সেখানে লেখা ছিল, 'বিডিওর রক্ত চাই, বাংলাকে বাঁচাতে চাই। নকশাল জিন্দাবাদ। আবার কোনো পোস্টারে লেখা ছিল, বিধায়কের মুন্ডু চাই, ফোর্স তুমি দূর হটো। এই পোস্টার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়সুত্রে জানা গিয়েছে, খয়রাশোল থেকে পানসিউড়ি রাস্তার পিলারের দেওয়ালে সাঁটা আছে লাল কালিতে হাতে লেখা পোস্টার। সিপিআইএমএল নাম দিয়ে নকশালদের পক্ষে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে বলে দাবি পুলিশের। খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, কিছু সমাজবিরোধী ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এলাকা সন্ত্রস্ত করতে চাইছে। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হব। প্রশাসন যাতে ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, পুলিশকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।

সুষ্ঠভাবে সাগর মেলা করাটাই এবার চ্যালেঞ্জ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন পরেই সাগর মেলা, শুরু হয়ে গিয়েছে তার প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই হোগলা পাতা, বাঁশ জড়ো হয়েছে সাগর তটে। চিহ্নিত করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাও। যেখানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি হওয়া শুরু।

তবে সাগর তটের ছন্নছাড়া অবস্থা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপে সমুদ্র গ্রাস করেছে সাগর পাড়ের রাস্তাগুলিকে। কপিল মুনির মন্দির সোজাসুজি ও ২ নম্বর রাস্তা সংলগ্ন সমুদ্রতট বাঁচাতে মরিয়া হয়ে দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছে সরকার। বালুতটে গাড়ি গাড়ি মাটি ফেলে শাল খুঁটি পুঁতে ঢেউ ভেঙে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যাতে সমুদ্রের করাল গ্রাস আর ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু উত্তাল সমুদ্র কিছুতেই হার মানছে না। সব প্রচেষ্টাকেই বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে তিনি। মাটি দিয়ে তট বাঁধানো হলেও জলের তোড়ে মাটি ধুয়ে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন মাটির সঙ্গে টাকাও ধুয়ে যাচ্ছে। এক গাড়ি মাটির খরচ ১০০০ টাকা কিন্তু তার ফল শূন্য। জানা গেল মাটি স্তুপাকার করে রাখা হচ্ছে এবং মেলার কয়েকদিন

ধুয়ে যাচ্ছে মাটি তবু তাই দিয়েই সাগর বাঁধার কাজ চলছে পুরোদমে। নিজস্ব চিত্র

আগে তা বালুতটে দেওয়া হবে, শুধুমাত্র মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য। এই কাজে কর্মরত ব্যক্তিদের কথায় শুধু মেলাটুকুই এভাবে উত্তরাতে পারলেই যথেষ্ট। কারণ এই পদ্ধতিতে স্থায়ী কোনও সুরাহা হবে না। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে প্রচুর পর্যটকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। পর্যটকদের অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য ৪ এবং ৫ নম্বর রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু বালুকাতটের মাটিতে নামলেই পা পিছলে পড়ে গিয়ে বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে পুণ্যস্নান করতে আসা পর্যটক বা পুণ্যার্থীদের। অনেকেই ব্যঙ্গ করে বলছেন মাটি দিয়ে পুকুর ভরাট করা যায়, কিন্তু সমুদ্র আটকানো যায় কি? যেটুকু অংশে মাটি ফেলা হয়েছিল তা সব এক রাতের মধ্যে এমনভাবে ধুয়ে গেছে দেখে মনে হচ্ছে চাষের জমিতে আল কাটা হয়েছে।

এমতাবস্থায় সুস্থভাবে নির্বিঘ্নে গঙ্গাসাগর মেলা সম্পন্ন করা প্রশাসনের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। সেই দুর্গম গঙ্গাসাগর এখন আর নেই তাই পর্যটকদের ভিড় সপ্তাহান্তে বেশ ভালোই থাকে। ব্যবসায়ীরাও অনেকটাই ছন্দে ফিরেছে। দুর্গম গঙ্গাসাগর এখন হাতের মুঠোয় তাই গেস্ট হাউস বা হোটেলও গড়ে উঠেছে। ব্রিজ হয়ে গেলে গঙ্গাসাগর এক পূর্ণ পর্যটন ক্ষেত্রে জায়গা করে নেবে। কিন্তু সাগরের এই দাপট যে সেই ছন্দের তাল কাটছে তা বলাবাহুল্য। ব্যবসায়ীদের কথাতেও চিন্তার সুর শোনা গেল। তারাও বলছেন, গঙ্গাসাগর মেলা কতটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব তা এখন দেখার। ২নম্বর রাস্তা ধারে গড়ে ওঠা ব্যবসায়ীরা এখন চিন্তিত। ওই রাস্তাতেই ছিল মূল যোগাযোগ। এখন সেই রাস্তা মৃতপ্রায়, তাই তাদেরও যে ব্যবসা ভালো হবে না সেটা এখন থেকেই আন্দাজ করছেন। তাদের মধ্যে অনেকের কথায় সাগরে এভাবে মাটি ফেলে সমুদ্রতটে ক্ষতি বইকি লাভ কিছুই হচ্ছে না। প্রশাসন থেকে তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে দোকান শীঘ্রই তোলার জন্য। এবছর এলাহাবাদে মহাকুম্ভ, গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে একটু হলেও ভাটা পড়বে। সে বিষয়েও তাঁরা ব্যক্ত করেন। সমুদ্রের এই রূপ প্রমাণ করে দিচ্ছে প্রকৃতির কাছে সবকিছুই যেন তুচ্ছ। এখন শুধু দেখার ২০২৫ এর গঙ্গাসাগর মেলা কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে প্রশাসন।

পিএসসি'র অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে অডিট ও অ্যাকাউন্টস অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে কাজের জন্য কিছু ছেলেমেয়ে নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি ৭ ডিসেম্বর এক সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ২০২৪ সালের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে খুব শিগগিরই। এই পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি দেওয়া হল: কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। চার্টার্ড ও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশরাও আবেদন করার যোগ্য। এম.বি.এ. /পি.জি.ডি.এম. (ফিনান্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। এ.আই.সি.টি.ই.র অনুমোদিত সংস্থা থেকে ফিনান্সের ২ বছরের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। কম্পিউটারে কাজ করায় জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৪ সালের হিসাবে ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও. বি. সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ৯ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫৬,১০০–১,৪৪,৩০০ টাকা। শূন্যপদের সংখ্যা পরে জানানো হবে। ও প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে জুন–জুলাই মাস নাগাদ, কলকাতা ও শিলিগুড়িতে। লিখিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল স্টাডিজ"এর ২০০ নম্বরের একটি প্রশ্নপত্র। সময় আড়াই ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পরীক্ষায় থাকবে ২টি গ্রুপ। প্রথম গ্রুপে থাকবে: (১) ইংরিজি কম্পোজিশন–৫০ নম্বর, (২) জেনারেল নলেজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব, ভারতের ইতিহাস, ভারতের জাতীয় আন্দোলন, ভূগোল ও রিজনিং –৪০ নম্বর, (৩) ভারতীয় সংবিধান (নীতি আয়োগ, প্ল্যানিং কমিশন, ফিনান্স কমিশন, ফিনান্স অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অডিট) – ৩৫ নম্বর। দ্বিতীয় গ্রুপে থাকবে: (১) বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স– ৩৫ নম্বর, (২) অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড কস্টিং–৪০ নম্বর। সফল হলে মেন পরীক্ষা হবে কলকাতায়। ৮০০ নম্বরের মেন পরীক্ষায় ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে। এর মধ্যে ৫০০ নম্বরের ৫টি আবশ্যিক বিষয় থাকবে: (১) ইংরিজি প্রবন্ধ, প্রেসি লেখা ও কম্পোজিশন, (২) বাংলা প্রবন্ধ, প্রেসি লেখা ও কম্পোজিশন, (৩) জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, (৪) বাণিজ্যিক অঙ্ক ও স্ট্যাটিস্টিক্স, (৫) অডিটিং। এছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয়ে থাকবে ৩০০ নম্বর। ৩টি গ্রুপের প্রতিটি থেকে ১টি করে পেপার নিতে হবে। এ গ্রুপে থাকবে এইসব বিষয়: (১) ম্যাক্রো ইকনমিক্স অ্যান্ড পাব্লিক ফিনান্স, (২) ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম, (৩) ইকনমিক প্রিন্সিপ্যাল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমিক প্রবলেম। বি গ্রুপে থাকবে এইসব বিষয়: (১) বিজনেস রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক, (২) কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং, (৩) অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্ট্যান্সি। সি গ্রুপে থাকবে এইসব বিষয়: (১) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, (২) ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডায়রেক্ট ট্যাক্সেশন, (৩) ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন ইন বিজনেস। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর। সময় থাকবে ৩ ঘন্টা। সফল হলে ২০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.pscwb.org.in এই পদের বিজ্ঞপ্তিনং: ১০/২০২৪। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে www.pscwbap-plication.in, www.pscwbonline. gov.in কবে থেকে অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে তা পি.এস.সি.র ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

কলকাতা মেট্রো রেলে ১২৮ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেল অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১২৮ জন লোক নিচ্ছে। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২২–১– ২০২৫"র হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। প্লাম্বার ট্রেড ২ বছরের ও অন্যান্য ট্রেড ১ বছরের। কোন ট্রেডে ক"টি শূন্যপদ: ফিটার– ৮২টি (জেনাঃ ৪২, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃসঃকঃ ৬)। ও ইলেক্ট্রিশিয়ান–২৮টি (জেনাঃ ১৪, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, প্রতিবন্ধী ১)। মেশিনিস্ট–৯টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার–৯টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ১)।

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিজ্ঞপ্তি নং: MRTS/E.373/Trade Ap-prentice/Pt.Vi, Dated: 25.11.2024. মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচচ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.apprenticeshipin-dia.org নাম নথিভুক্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এবার অনলাইনে দরখাস্ত করবেন ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: http:// mtp.indianrail-ways.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (তপশিলী, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় ফী লাগবে না) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, ইউ.পি.আই.–তে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ২২৩ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাইটস লিমিটেড ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস, ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ২২৩ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান, সি.এ.ডি/ ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), সি.এ.ডি. / ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ও অন্যান্য ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৬টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান–১টি (জেনাঃ), সি.এ.ডি/ ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল)–৯টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১), সি.এ.ডি. / ড্রাফটসম্যান (সিভিল) –৩৪টি (জেনাঃ ১৫, ও.বি.সি. ৯. তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩), অন্যান্য ট্রেডে ২টি (জেনাঃ)। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস (ইঞ্জিনিয়ারিং): পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল / মেটালার্জিক্যাল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পাশ হতে হবে ২০১৮ সাল বা, তারপর। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১২,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩৬টি। এর মধ্যে সিভিল ১৮টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল ৮টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। মেকানিক্যাল ৮টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। কেমিক্যাল / মেটালার্জিক্যাল ২টি (জেনাঃ)। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস (ইঞ্জিনিয়ারিং): সিভিল, আর্কিটেকচার, ইলেক্ট্রিক্যাল, সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল / মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ২০১৮ সাল বা, তারপর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ হতে হবে। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৪,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১১২টি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ ডিসেম্বর – ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : যে কোনো কাজে হঠকারি সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধান। প্রতারকের থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তান থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাত জনিত রোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী দেবীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : সাহিত্য কবিতা গল্প প্রভৃতি লেখনী শিল্পসত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হস্তশিল্প জাত দ্রব্য তথা সৃষ্টিশীল কর্মে নতুন দিশার সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে ববসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্য হলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুজনরে থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি দরুণ কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিনি ১১ বার 'ওঁ শিব ওম শিব ওম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভ্রমণ আপাতত না রাই শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে শুভ ফল পেতে পারেন।

প্রতিকার : লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফলাফলের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু থেকে সাবধান। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ঠাণ্ডা জনিত রোগে প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

মীন রাশি : হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তান থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং মান–সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩২৩

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। লেপেহীন, লোপ পায় না এমন ৪। আবদার অসংগত অনুরোধ ৫। একাদশী ৬। অপরের মঙ্গল ৭। খবর, বার্তা ৯। যে ব্যক্তি বেশি লাভের আশায় পণ্যদ্রব্য জমা করে রাখে ১১। হুঁশ ১২। এক শিকারি পাখি।

উপর–নীচ

১। অক্ষত ২। সমৃদ্ধ গ্রাম ৩। বরকনের বিবাহরজনী যাপনের কক্ষ ৪। হাট ৬। তন্ত্রসাধনার পাঁচটি অঙ্গ ৭। পদবি বিশেষ ৮। উঠান রোয়াক ১০। পর্বতের নিম্ন অঞ্চল

সমাধান : ৩২২

পাশাপাশি : ১। অনবদ্য ৪। আলি ৫। খবরদারি ৭। ভিতর ৯। কেশব ১০। নরসমাজ ১১। ফন্দি ১২। করতাল।

উপরনীচ : ১। অলি ২। বলবৎ ৩। গোহারি ৪। আড়তদার ৬। দানেশমন্দির ৮। সমাচার ১০। নর্মদা ১১। ফল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

অর্থনীতি

শেয়ারবাজার নতুন খবরের খোঁজে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

শীতের মৌসুম শুরু হয়ে গেলেও খুচরো বাজারে আনাজের দাম কমার কোন লক্ষণ নেই। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ যোগানের ঘাটতি তাই রিজার্ভ ব্যাংক সুদ বাড়িয়ে এটাকে মোকাবিলা করার পথে হাঁটেনি। বাজার যেমন থমকে আছে এবং নতুন কোনও খবরের সন্ধানে রয়েছে যাতে করে দিক নির্দেশিত হতে পারে উপরের দিকে যাবে না নিচের দিকে আসবে ঠিক তেমনি রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নীতিও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদেশীরা ক্রমাগত যে বিক্রি করছিল সেটা বন্ধ হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তারা কিনতে শুরু করেছে একইভাবে মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে যে বিপুল সংখ্যক টাকা প্রত্যেক মাসে আসে সেই প্রক্রিয়াও জারি রয়েছে কাজেই বড় কোনও খারাপ খবর না আসলে বাজার নিচের দিকে যাবার খুব একটা সম্ভাবনা নেই। সিজিনাল যেসব শেয়ার আছে সেইসব শেয়ারে কেনাকাটা চলছে এবং দামের ও উর্দ্ধগতি দেখা যাচ্ছে। নোট বন্দি কার্যকর করা থেকে জিএসটি চালু করা করোনা অতিমারি সবকিছুর মধ্যে থাকা রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্তের জায়গায় নতুন করে এসেছেন সঞ্জয় মালহোত্রা। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে নতুন গভর্নরের তালমিল অত্যন্ত ভালো কাজেই একত্রিতভাবে যদি দেশ বা জাতির উন্নয়নে কাজ হয় তাহলে এর থেকে ভালো কী আর হতে পারে তবে ট্যাক্স সহ অন্যান্য বিষয়ে মধ্যবিত্ত যে আজ দিশাহীন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত সপ্তাহে ক্রুড অয়েলের দামে যে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছিল এখন সেখানেও স্থিতাবস্থা। নিফটি সূচক ২৫২০০ থেকে ২৪২০০ এই লেভেলের মধ্যে আগামী সপ্তাহে থাকার সম্ভাবনা। ব্যাঙ্ক নিফটি সূচক যতক্ষণ না ৫৪৫০০ ক্রস করছে ততক্ষণ বাজারে বড় মুভমেন্টের সম্ভাবনা কম। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মিডক্যাপ শেয়ার গুলোতে খুব ভালো রকম কেনাবেচা চলছে, গত সপ্তাহের তুলনায় এখানে প্রায় ৫০০ পয়েন্টের উপর মুভমেন্ট হয়েছে এবং সর্বোচ্চ দামের কাছাকাছি রয়েছে। কাজেই সব কিছু মিলিয়ে নতুন কোনও খবর বাজারে দিক নির্দেশ করতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি
সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

পরম্পরা

লোকপ্রিয় ইতু বীজ বপন ও শস্য ফলনের ভাবনা

দীপংকর মান্না : ইতু বা ইতু ঠাকুর। কোথাও একে বলে এঁথেল ঠাকুর। কোথাও বলে ইথলেন ঠাকুর। ইতু কৃষি–র দেবতা। গবেষকরা ইতুকে বলে থাকেন সূর্য পূজা। মিত–মিতু থেকে ইতু নাম আসতে পারে।কারও মতে মিত্র– মিতু থেকে এসেছে ইতু। আবার কেউ বলে থাকেন, আদিত্য– আইতা– ইত্যু থেকে ইতু।ইতু মেয়েদের ব্রত। সূর্যদেবকে কামনা করে ফসল পাওয়ার ব্রত। প্রকৃতির নিয়মে আশ্বিন মাস পর্যন্ত কম বেশি বৃষ্টি দেখা যায়।অগ্রহায়ন থেকে মাঠে সোনা ফলে।ধান তোলার পরেই ফলে নানা শস্য।তাই গোটা অগ্রহায়ণ মাস জুড়ে চলে ইতু পুজো। হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, দুই মেদিনীপুর, দুই চব্বিশপরগনা ও বর্ধমানে কমবেশি দেখা যায় ইতুকে। গবেষকদের মতে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জনপ্রিয় টুসু পরব ইতুর এক বিবর্তিত রূপ।

যেহেতু ইতু কৃষি–র দেবতা তাই পুজোর উপকরণে দেখা যায় শস্য ফলানোর ভাবনা।কার্তিক মাসের শেষে মাটির সরায় রাখা হয় ইঁদুরমাটি।সরা ভর্তি মাটিতে বসানো হয় হিংচে,কলমী, সুজনী,ধান, মান ও কচু গাছ।তার ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় মাস, মুগ, মটর, বরবটি, ছোলা সহ পাঁচ কলাই। গোটা অগ্রহায়ন মাস জুড়ে চলে ইতু পুজো। বিশেষ করে বৃহস্পতি ও রবিবার গৃহে গৃহে এই পুজোর চল বেশি। ইতু সূর্য দেবের পুজো তাই প্রতি রবিবার বিশেষ ভাবে পুজো করা হয়। আবার যেহেতু ফসল লক্ষীর সম্ভার তাই বৃহস্পতিবার বার পুজোর রীতি।অগ্রহায়ন মাসের সংক্রান্তিতে বিসর্জন হয় ইতু ঠাকুর।আদিম মানুষ শস্য কিংবা বৃক্ষকে পুজোর মাধ্যমে নিজেদের ধর্ম পালন করে এসেছে।মূল কথা শস্য ও বৃক্ষকে নিয়মিত জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা।গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে অনেক বার–ব্রত হারিয়ে গেলেও ইতু আজও দেখা যায় গৃহে গৃহে। দেখা যায় বারোয়ারি ইতু।

ইতুর মন্ত্রতেও দেখা যায় গাছ বাঁচিয়ে বা
গাছকে পুজো দিয়ে গৃহে গৃহে কৌটা কৌটা লক্ষী অর্থাৎ ধান বা শস্য কামনার কথা।
(১) 'হিংচে কর্মী সুজনী ধান মান কচু
লহ লহ করে রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মরণ পক্ষী সুতোর বিল
সোনার কৌটা রূপার খিল।'
(২) 'সোনার আঁচির সোনার পাঁচির সোনার সিংহাসন
তাতে বসে পুজো পায় ইতু নারায়ণ।'
(৩)'অষ্ট কলাই অষ্ট দুব্বো কলস পাত্রে রেখে
ইতু দেন বর
ধনধান্যে পুত্র পৌত্রে ভরে উঠুক ঘর।'
(৪)'এঁথেল এঁথেল মাটির বেলা
আজ কেন মা এত বেলা?
(৫)'তোমার কাছে মাগি বর
পিতা মাতার বাড়ুক শস্য ভান্ডার
শ্বশুর শাশুড়ির বাড়ুক শস্য ভান্ডার।'

ইতু পুজোর উপকরণে দেখা যায় গাছ বা শস্যকে বড় করা এবং সাথে সাথে ভেষজ উপায়ে রোগ নিরাময়ের কামনা বাসনা।ইতুর মাটির সরায় ইঁদুর মাটি দেওয়ার অর্থ যেকোন চাষ করার আগে মাটিকে ঝুরঝুরে রাখা চাই। কোন ফসলে জমিতে কেমন চাষ দিতে হবে খনা বলে গিয়েছেন হাজার বছর আগেই–

'ষোল চাষে মুলো
তার অর্থেক তুলো
তার অর্থেক ধান
বিনা চাষে পান।'

সরার মাটির মাঝে বসানো হয় এক মাটির ঘট।আসলে ঘটে জল ঢেলে ঢেলে উপচানো জল পৌঁছে যায় গাছের গোড়ায় গোড়ায়।এতে যেমন গাছে কম জল লাগে, অপরদিকে গাছ হয় পুরষ্ট। ঘটের আর একটি কারণ শোনা যায়, ঘটটি যেন শস্য ভান্ডার।ইতুতে পুজিত হিংচে,সুজনী, কর্মী হল ভেষজ গাছ। প্রাচীন কাল থেকে রোগ নিরাময়ে ভেষজ গাছের ব্যবহার বেদের সময় থেকেই দেখা যায়। তাই বলা যেতে পারে ইতু শুধু খাদ্য চাহিদা পূরণের কামনা নয়।সূর্যদেবের কাছে সুস্থ– সবল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য করা হয় বাসনা।তাই ইতুর মন্ত্রতেও দেখা যায় অনেক ভেষজ উদ্ভিদের নাম।

প্রাচীন কাল থেকেই গৃহে গৃহে ইতু পুজোর চল দেখা যায়।গৃহ ছাড়া হাওড়ার গ্রামে গ্রামে দেখা সর্বজনীন ইতু পুজো।গ্রামের প্রান্তিক স্থানে বাঁধা হয় বাঁশের তিন পায়া উঁচু মাচা। তার ওপর মাটির বড় ডাবা বসিয়ে করা হয় ইতুর পুজো। উদয়নারায়ণপুর গড়ভবানীপুরের সার্বজনীন ইতু বেশ জনপ্রিয়। ১৩৬৫ সাল থেকে এখানকার মণিনাথ শিব মন্দির প্রাঙ্গণে হয়ে আসছে ইতু পুজো। পরিচালনা করে ভবানীপুর বাজার কমিটি। সবচেয়ে বড় কথা এখানে ইতুর চার হাতের মৃন্ময়মূর্তি প্রতিমা দেখা যায়। প্রতিমার ডান হাতে থাকে শাঁখ।বাঁ হাতে থাকে ত্রিশূল আর তলোয়ার।ইতু পুজো উপলক্ষে এখানে যাত্রাপালা হয়।ইতু বিসর্জনে অন্য দেবতার মতো করা হয় বরণ।বরণের শেষে হয় ভোগ বিতরণ। পরিশেষে শ্রদ্ধা ভরে জানানো হয় ইতু প্রতিমা বিদায়।

ইতুর প্রতিমা দেখা যায় উদয়নারায়ণপুর নানারূপ নাট্য সংস্থার পুজোয়। এখানকার প্রতিমা আট হাত বিশিষ্ট।বিসর্জনে হয় অন্নকূট। জয়পুর থানার ঝিখিরা বাজারে পালিত হয় সর্বজনীন ইতু। এখানকার ইতুর জন্য আছে স্থায়ী ও পাকা বেদী।উলুবেড়িয়া থানার অভিরামপুর কালীমাতা সংঘের ইতু বেশ চমকপ্রদ। আলোক ও বাদ্য সহকারে হয় গণ নৃত্যানুষ্ঠান। বিসর্জনে হয় খিচুড়ি ভোগ।বাগনান থানার হারপ, বাঙালপুর ও পানিত্রাসে সর্বজনীন ইতুর চল আছে।

শহর হাওড়ার বিখ্যাত হাজার হাত কালী মন্দিরের সন্নিকটে বোসপুকুর মাঠে সর্বজনীন ইতু নজর কাড়ে।এরা বাঁশ দিয়ে তৈরি ইতুর মঞ্চটিকে ভালো করে কাপড় দিয়ে সাজিয়ে তোলে। আল্পনা দিয়ে অলংকরণ করেন ইতুর চারপাশ। হাওড়া শলপের সর্বজনীন ইতু জমকালো। এখানে ইতু পুজো করেন পূজারি ব্রাহ্মন। কাঁসর, ঘন্টা, শাঁখ ও ঢাক বাজিয়ে চলে পুজো পর্ব।

"গৃহের ইতু, সর্বজনীন ইতু ছাড়াও হাওড়ার কিছু কিছু স্কুলে দেখা যায় বিদ্যালয় ইতু"। ইতুর সময়কাল ও উপকরণ দেখে সহজেই অনুমান করা যায়– ইতু আসলে বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম এর সহজ পাঠের অনুশীলন।বীজ জলে ভেজালেই অঙ্কুরিত হয় না।তার সঙ্গে থাকা চাই আলো,বাতাস ও জল সিঞ্চন। দেখা যায় ইতুর সরা থেকে লতিয়ে ওঠা মটর, ছোলা, মুগ ইত্যাদি চারাগুলো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধেয়ে আসে।ইতুতে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় গাছ বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিদিন জল না দিলেও হবে, তাই ইতু পুজো সপ্তাহে দু দিন বৃহস্পতি ও রবিবার।বীজ বপনের বিভিন্ন পর্যায়ে চাই নিয়ম শৃঙ্খলা।ইতুতে একমাস ব্যাপী শৃঙ্খলা পালনের রীতি আছে।

"বিদ্যালয় ইতু ছাত্র ছাত্রীদের বীজ বপন ও চারাগাছ পালনের পাঠ। সংযম ও পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা–র হাতেখড়ি। এখানে বিদ্যালয়ের কৃষি বিদ্যা বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষিকাই পুরোহিত।

মাটির বাড়ি কমে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে ইতু রাখার কুলুঙ্গি"। বর্তমানে ইতুর ঠাঁই ঠাকুর ঘরে, মনসা তলা বা বাড়ির ছাদ। কোথাও কোথাও ইতুকে শিকের মধ্যে ঝুলতে দেখা যায়।

মানুষের কর্মব্যস্ততায় ইতু আজ বানিজ্যিককরণ। বাজারে বাজারে পাওয়া যায় মাটির সরা–ঘটের সাথে ইঁদুর মাটি এবং হিঞ্চে,কলমি,কচু, হলুদ,সুজনি।

লোকায়ত ও লোক–শিক্ষার এই অনবদ্য ইতু যুগ যুগ জিও।

ম্যানগ্রোভ কেটে অবৈধ ভেড়ি নির্মাণ বন্ধ করল পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : রাজনৈতিক দলের মদতে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল শেষ করার অভিযোগ উঠলো। তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানায় পরিবেশ প্রেমীরা। সুন্দরবনে এখন নদী তীরবর্তী এলাকায় একাধিক চিংড়ি চাষের ভেড়ি তৈরি করা হয়েছে। ভেড়ির এলাকা বাড়াতে মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে একাধিক ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগ উঠল বেআইনি ভেড়ি মালিকদের বিরুদ্ধে। সুন্দরবনের কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫ নম্বর গরাণকাটি গ্রামে চলছে এইভাবে ভেড়ি তৈরির কাজ। ৩ ডিসেম্বর পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসক তৃণমূল নেতাদের মদতে এইসব কাজ হচ্ছে। সুন্দরবনের মাতলা নদীর চরে আগেই পালান নস্কর নামে এক গ্রামবাসী ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি তৈরি করেন। তারপর সেই ভেড়িটির এলাকা বাড়াতে আধুনিক মেশিন দিয়ে ম্যানগ্রোভ কাটার কাজ শুরু করেন। সেচ দপ্তরের জমি দখল করে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার পর থেকে সেখানে ভেড়ির জন্য ম্যানগ্রোভ কাটার কাজ চলছিল বলে। কেউ যাতে কিছু টের না পায় তাই ম্যানগ্রোভ কাটার পর তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো কাঁদা। এই বিষয়টি জানাজানি হতেই কুলতলির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে খতিয়ে দেখে কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, শাসক তৃণমূল নেতাদের মদতেই এই বেআইনি ভেড়ির মালিকরা ম্যানগ্রোভ কাটছে। স্থানীয় সিপিআইএম নেতা উদয় মণ্ডল বুধবার বলেন, তৃণমূলের মদতে মাতলা নদীর চরের জায়গা দখল করে ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি করা হচ্ছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ বলেন, 'এখন বিরোধীদের কাজ সরকারের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অভিযোগ তোলা। আসলে আমাদের সরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সুন্দরবন জুড়ে ম্যানগ্রোভ বসাচ্ছে। কুলতলির গরাণকাটি গ্রামের ভেড়ির বিষয়টা আমাদের নজরে এসেছে। বন দপ্তর ও পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আইন আইনের কাজ করবে। এতে যদি কেউ দোষী হয় পুলিশ তাঁর ব্যবস্থা নেবে। আমরা সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বসিয়ে সুন্দরবনকে বাঁচাতে বদ্ধ পরিকর। পরিবেশ প্রেমীদের মতে সুন্দরবনের বনাঞ্চল বাঁচাতে এখনই এগুলো বন্ধ হওয়ার দরকার আছে।'

প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে গাছ নিধন

অরিজিৎ মণ্ডল, কুলপি : রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়কের পাশে কাটা হচ্ছে বন সৃজনের গাছ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির বেলপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলপুকুরের ঘটনা। জানা যায়, এলাকার এক বাসিন্দা পেট্রোল পাম্পের কাজ করার জন্য জাতীয় সড়কের পাশে মাটি ফেলার সময় রাস্তার পাশে থাকা বনসৃজনের গাছ কেটে ফেলেছে রাতের অন্ধকারে। যা নিয়ে প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। সরব হয়েছেন বিরোধীরা। অভিযুক্ত ব্যবসায়ী অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন রাতের অন্ধকারে এলাকার বাসিন্দারায় রাস্তার পাশের গাছ কেটে ফেলেছে। অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দারা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বন বিভাগ ব্লক প্রশাসন ও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অবশ্য এই ঘটনায় বিরোধীরা শাসকদলের দিকে আঙুল তুলেছে। ঘটনায় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, 'ওই এলাকায় পাম্পের কাজ করতে গিয়ে রাস্তার জন্য কয়েকটি গাছ কাটা হয়েছে তাতে কি হয়েছে।' তবে ভিন্ন সুর তৃণমূল ব্লক সভাপতির গলায়, ব্লক সভাপতি সুপ্রিয় হালদার বলেন, 'রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বনসৃজনের গাছ কেটে ফেলছে তা নিয়ে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।' অভিযুক্ত ব্যবসায়ী বলছেন তিনি গাছ কাটেননি। অন্যদিকে বিধায়ক বলছেন 'পেট্রোল পাম্পের রাস্তার জন্য কয়েকটি গাছ কেটেছে তাতে কি হয়েছে? তাহলে রাস্তার পাশে বন সৃজনের গাছ কাটছে কারা? প্রশ্ন এলাকার বাসিন্দাদের তদন্ত চেয়ে প্রশাসনের দারস্থ এলাকাবাসী।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

এই কি ভুমি সেনার চরিত্র?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে বহুবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি অনেক দিয়েছেন কিন্তু আসল কাজের বেলার মিলল শুধু অষ্টরম্ভা। ধান চাল সংগ্রহ ও চোরাচালান রোধের প্রতিশ্রুতি যুবকংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার নমুনা যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে এতে ফল হবে অষ্টরম্ভা।

সম্প্রতি সরকারী নির্দেশ অনুসারে পূর্ণরেশন এলাকাভুক্ত যাদবপুরের রামলাল বাজারে চাল বিক্রেতাদের পুলিশ ধরপাকড় করেন। স্থানীয় যুব কংগ্রেস নেতা তাঁর দলবলসহ পুলিশের এই কাজে প্রচণ্ড বাধা দেন। জানা গেল, পুলিস স্থানীয় বিশিষ্ট যুব কংগ্রেস নেতা শ্রী শিবাজী দাসগুপ্তের ভাইকে গ্রেপ্তার করে। শ্রীদাসগুপ্তের পক্ষ থেকে ভাইয়ের মুক্তির জন্য কসবা। থানায় বিশেষ চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু কসবা থানার ওসি এক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব দেখান। তিনি শিবাজী বাবুর ভাইকে চালান দেন এবং সরকারী নীতির বিরোধীতা ও হাঙ্গামা করার জন্য কেস দায়ের করেন। বর্তমানে আটক ব্যক্তি জামিনে খালাস আছেন। আরও জানা গেল, শিবাজী বাবু হচ্ছেন ভূমিসেনা এবং তাঁর ভাইয়ের নামে ভেড়ীও করেছেন। আমাদের এই যদি ভূমিসেনার আসল চেহারা হয় তাহলে সব নীতিই ব্যর্থ হবে।

৯ম বর্ষ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৫ সংখ্যা

যমুনা নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেল সাতটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩ ডিসেম্বর সকালে উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা ৭টি দোকান জলের তোড়ে ভেঙে তলিয়ে গেল। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও পুর প্রধান শঙ্কর দত্ত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কিত হয়ে নদীর পাড়ে জড়ো হন।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, নদীর পাড়ের নির্মিত দোকানগুলি পূর্ত দপ্তরের জায়গাতে বেআইনি নির্মান ছিল। দীর্ঘদিন ধরে নদীর পাড়ে অসংখ্য অবৈধ দোকান গড়ে উঠেছে। তবে প্রাকৃতিক কারণেই বিপর্যয় ঘটে। পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত বলেন, 'দোকানগুলি নির্মানের ক্ষেত্রে পুরসভার কোনও অনুমোদন ছিলনা। তবে দুর্ঘটনাগ্রস্থ অসহায় মানুষদের পাশে পুরসভা সর্বদাই আছে।'

ভাঙড়ে ইডির হানা, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : এবার ভাঙড়ে ইডি হানা। ভাঙ্গড় ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চক বড়ালী এলাকার এক অনলাইন দোকানদার জলিল মোল্লার বাড়িতে মঙ্গলবার সকালে ইডির হানা। ইডি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেল, কলকাতার কৈখালী এলাকায় একটি সাইবার কাফে চালায় ভাঙড়ের জলিল মোল্লা। সেখানে বৈদেশিক লেনদেন সংক্রান্ত কিছু গণ্ডগোলের তদন্তে এদিন তাঁর বাড়িতে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। এদিন ল্যাপটপ ও কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। এবং তদন্তের স্বার্থে জলিল মোল্লাকে আটক করে নিয়ে যায় ইডি আধিকারিকরা।

টাকা ফেরাল ২ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২টি পরিবারের বাড়ি প্রায় ভগ্ন অবস্থাতেই রয়েছে। বাড়ির ভিতরের মাটির দেওয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। তাই এবারের আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। প্রতিবেশীরাও চান আবাস যোজনার টাকা নিয়ে এই ২টি পরিবার বাড়ি তৈরি করুক। কিন্তু রাজ্য সরকারকে ঠকিয়ে এই টাকা নিতে চান না কাকদ্বীপের সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজারবেরিয়ার ৭৪ বছরের বাসিন্দা ধনঞ্জয় মিশ্র ও ৫নম্বর সরকার চকের বাসিন্দা পঞ্চানন মণ্ডল। একথা তাঁরা ইতিমধ্যেই বিডিওকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। মূলত বাড়ি তৈরির ইমারতী দ্রব্যের বহন ও মিস্ত্রি খরচা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনাকাটা আবাস যোজনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাড়ি তৈরি না করে এই টাকা তাঁরা কোনোভাবেই নিতে রাজি নন। কারণ সরকারের দেওয়া ভাতার টাকাতেই এখন তাঁদের সংসার চলছে। তাই সরকারের সঙ্গে কোনভাবেই তাঁরা মিথ্যাচার করতে রাজি নন। জানা গিয়েছে, ধনঞ্জয়বাবু কৃষি পেনশনের ১০০০ টাকা করে ভাতা পান। তাঁর স্ত্রী জোৎস্না মিশ্র ১০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা পান। সংসার চালানোর ক্ষেত্রে এই টাকাই তাঁদের মূলধন। তবে মাঝেমধ্যেই ছেলে, মেয়ে ও জামাই অল্প বিস্তার সাহায্য করেন। ছেলে কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে বাইরে থাকেন। পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই। স্বভাবতই বৃদ্ধ দম্পতির জীবন কাটে প্রায় ভগ্ন বাড়িতেই। অন্যদিকে পঞ্চানন বাবু পান বার্ধক্য ভাতা ও তাঁর স্ত্রী পান লক্ষী ভাণ্ডারের ১০০০ টাকা। রাজ্য সরকারের দেওয়া এই ভাতার টাকার উপর তাঁরা নির্ভরশীল। ছেলে তাঁদের ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছে। বর্তমানে পঞ্চাননবাবু অসুস্থ। তাই তিনি সরকারি টাকা নিয়ে নয়ছয় করতে চান না।

আগুনে পুড়ে জখম বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মশা মারতে গিয়ে আগুনে পুড়ে গুরুতর জখম হলেন বৃদ্ধা কাঞ্চন হালদার। ঘটনাটি ঘটেছে ৯ ডিসেম্বর রাতে সরবেড়িয়ার গাব্বুনিয়া এলাকায়। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বার্ণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে ওই বৃদ্ধা ঘুমিয়েছিলেন। প্রচুর মশা উপদ্রব ছিল। মশার আক্রমণ থেকে বাঁচতে মশা মারার ধূপ জ্বালিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। আচমকা সেই ধূপের আগুন বৃদ্ধার পরণের কাপড়ে লেগে কাপড় পুড়ে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় চিৎকার করতে থাকেন। প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। গুরুতর জখম অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাওড়া আমতা লোকালে নিত্যযাত্রীরা নাজেহাল

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : ভারতীয় রেল পরিষেবা নিয়ে নিত্য যাত্রীদের নিত্য অভিযোগ যেমন আছে তেমনই আবার প্রশংসাও করে থাকে। নিত্য যাত্রীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ হাওড়া আমতা ট্রেন সঠিক সময়ে যাতায়াত করে না। তার উপর এখন বড় সমস্যায় সকালে। আমতা দিক থেকে ট্রেনটি হাওড়া স্টেশনে প্রবেশের আগে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। সাঁতরাগাছি, রামরাজাতলা, টিকিয়াপাড়া হোক বা দাশনগর কিংবা হাওড়া রেল স্টেশন প্রবেশ করার সময় দাঁড়িয়ে থাকা এ যেন নিত্য রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে যেমন নিত্য যাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হয় তেমনি দূর পাল্লার ট্রেন সফরকারি যাত্রীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কখনো কখনো দুরপাল্লার ট্রেন সফরকারি যাত্রীরা সময়ে না পৌঁছানোর কারণে হাওড়া রেল স্টেশন থেকে তাদের ট্রেনটি ছেড়ে চলে যায়। হাওড়া আমতা লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন ট্রেনটি যেন সঠিক সময়ে যাতায়াত করে আর হাওড়া প্রবেশ করার সময় নিত্যযাত্রীদের ও দুরপাল্লা যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে যেন সঠিক সময়ে পৌঁছায়। এখন দেখার রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বিএলআরওকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মল্লারপুরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে বেলা ১২.৩০ মিনিটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে চারদফা দাবীর ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি ওঠে বেআইনি জমির চরিত্র বদল ও রেকর্ড পরিবর্তন করা চলবে না। সরকারি খাস জমি বেচা কেনা বন্ধ করতে হবে ও দালালরাজ বন্ধ করতে হবে। আদিবাসীদের জমির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। জলা জমি ও অবৈধভাবে পুকুর ভরাট বন্ধ করতে হবে। উপরোক্ত দাবিগুলোর সঠিকভাবে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে জাতীয় কংগ্রেস আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে বক্তব্যে হুঁশিয়ারি দেন জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা, ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লক কংগ্রেস কমিটি সভাপতি পার্বতীকুমার চৌধুরী, জেলা কংগ্রেস কমিটি সদস্য সমীর দত্ত, মল্লারপুর ২নং অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি মাধব দাস, জেলা যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রের যুব কংগ্রেস সভাপতি সাইফার সেখ, ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রের যুব কংগ্রেস কমিটি সাধারণ সম্পাদক মান্নান মিয়া ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, সাঁইথিয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে ডেপুটেশন সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস। সভাপতি আবুল কালাম সেখ, কার্যকারী সভাপতি অসীম ব্যানার্জি, ফুলুর অঞ্চল সভাপতি, বনগ্রাম অঞ্চল সভাপতি, হড়িশরা অঞ্চল সভাপতি, মাঠপলসা অঞ্চল সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আইনি সচেতনতা শিবির

সুব্রত মণ্ডল : দাদপুর থানার গোস্বামী মালিপাড়া গার্লস হাইস্কুলে হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ ও হুগলি আইনি সহায়তা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এক আইনি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই সভায় হুগলি জেলার অতিরিক্ত জেলা বিচারপতি মানালি সামন্ত, হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি ডিইবি সৌমো শান্ত পাহাড়ি, হুগলি জেলায় প্রশিক্ষণরত আই পি এস অফিসার ডক্টর বানু, ওসি দাসপুর থানা, আইনি সহায়তা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ এবং ওই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন। ছাত্রীদের সামনে নারী পাচার, নারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ, সাইবার ক্রাইম বিষয়ে সচেতনতা ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন এবং প্রশিক্ষণ দেন। এধরনের অপরাধে না জড়িয়ে যাওয়ার জন্য মূল্যবান পরামর্শ দেন। ৬ ডিসেম্বর ধনেখালি থানার ধনিয়াখালি শরৎ সেন্টেনারি কলেজে এধরনের একটি সচেতনতা সভা হয়েছিল। ওই সভায় হুগলি জেলার মাননীয় জেলা বিরাচপতি শান্তনু ঝা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র সভাটিতে ছাত্র–ছাত্রীদের সামনে নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম এবং ড্রাগের বিরুদ্ধে বক্তারা মূল্যবান পরামর্শ দেন। এই শিবিরটি কলেজের প্রধান শিক্ষক পরিচালনা করেন। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে হুগলি জেলা আইনি সহায়তা দপ্তরের যৌথ প্রচেষ্টায় সারা জেলা জুড়ে বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীদের সচেতন করতে এই ধরনের শিবিরের।

ঘর না পেয়ে খোলা আকাশের নিচে আরাবুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের ঘর ফিরে না পেয়ে এবার খোলা আকাশের নিচে চেয়ার–টেবিল নিয়ে বসলেন ভাঙ্গড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলাম। সেখান থেকেই তিনি সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেবেন বলে জানান। আরাবুলের দাবি তিনি একটানা ১২ বছর যে ঘরে বসে পঞ্চায়েত সমিতি চালিয়েছেন সেই ঘরটা দখল করে নিয়েছে তাঁর দলের এক কর্মাধ্যক্ষ। নিজের ঘর ফিরে পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আরাবুল। যার বিরুদ্ধে ঘর দখল করার অভিযোগ সেই বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ খইরুল ইসলাম বলেন, ঘর কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, রেজুলেশন করে আমি এই ঘর পেয়েছি। উনি এতদিন তোলাবাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন এখন জানলাম উনি বড় নাটকবাজ।

নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : স্কুলে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, শম্ভু নগর ২০৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কোনো স্থায়ী স্কুল নেই। স্থানীয় একটি ক্লাব ঘরের পাশেই অস্থায়ীভাবে ত্রিপল টাঙিয়ে রান্না করছে স্কুলের কর্মীরা। কিন্তু যেকোনও সময় খাবারে বিষক্রিয়া হতে পারে শিশুরা। এই ঘটনা নিয়ে স্কুলের সামনেই দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় পুলিশ গিয়েছে ঘটনাস্থলে।

জাগ্রত সনাতনী সমাজের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : ৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা বিধানসভার শ্যামপুর বাজার থেকে বাটা মোড় পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার এবং প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে জাগ্রত সনাতনী সমাজের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হল। এই প্রতিবাদ মিছিলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিনিধিদেরও দেখা যায়। ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ববৃন্দ এবং কর্মী সমর্থকদেরও চোখে পড়ে। ঢাক, ঢোল, করতাল সহযোগে প্রচুর পুরুষ ও মহিলা এই প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান। ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখছে তারা নাকি ৪ দিনে কলকাতা দখল করবে। এটা স্বপ্নই থেকে যাবে। ওরা ১৯৭১ সালের ঘটনা আগে স্মরণ করুক। ভারতবর্ষের জন্যই বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে একথা ওরা ভুলে গেছে। মোহাম্মদ ইউনুসের আমলে বাংলাদেশ জেহাদীদের দখলে চলে যাচ্ছে। আমরা অবিলম্বে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তি চাই সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার নিপীড়ন বন্ধ করা হোক। মহেশতলা বিজেপির কনভেনার অসিত বাগ বলেন, একজন সনাতনী হিসাবে এই মিছিলে পা মিলিয়েছি আন্তরিকভাবে। মানুষের এত উচ্ছ্বাস ও সমর্থন আমাদের খুব ভালো লেগেছে।

দুর্ঘটনা

বাইকের ধাক্কায় জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশকে দুরন্ত গতির এক বাইক চালক ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হয় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী ও বাইক চালক। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের শিমূলতলা মোড় এলাকায়। গুরুতর জখম পুলিশ কর্মীর নাম সম্রাট ওঁরাং। জখম বাইক চালকের নাম কেষ্ট হালদার। তাঁর বাড়ি বারুইপুর থানার বেতবেড়িয়া এলাকায়।

জখম পুলিশকর্মী ও বাইক চালক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার পুলিশকর্মী সম্রাট ওঁরাং ও তার কর্মীরা শিমূলতলা মোড়ে রাস্তার পাশে কাজ করছিলেন। সেইসময় দুরন্ত গতির একটি বাইক আসতে দেখে চালককে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয় তিনি। নির্দেশ অমান্য করে সেই বাইক চালক দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে সজোরে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে সজোরে ধাক্কা মারে বাইক চালক। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় পুলিশ ও বাইক চালক। খবর পেয়ে অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা দ্রুত দৌড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখমদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনায় বাইক আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রিলস বানাতে গিয়ে নাগরদোলা থেকে পড়ে আহত ২জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : বুধবার রাতে দোলনায় উঠে রিলস ও সেলফি তোলার জেরে ঘটা দুর্ঘটনায় আহত এক মহিলা ও এক কিশোরী। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুরের মিলন মেলায়। তাদের বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে বারুইপুর থানার পুলিশ। বারুইপুরের নিউ ইণ্ডিয়ান মাঠে গত ১৫ নভেম্বর থেকে একমাস ব্যাপী চলছে মিলন মেলা। বারুইপুরেরই বাসিন্দা লক্ষ্মী রায় ও প্রতিবেশী কিশোরী আজমিরা মেলায় নাগরদোলা চড়ার সময় মোবাইলে রিলস বানানোর চেষ্টা করা বলে জানা যায়।এই সময় সামনে থাকা রড কোনভাবে খুলে যায় ও উপর থেকে নীচে নামার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের বৈরাগী মোড় সংলগ্ন এলাকায় কুয়াশার বলি এক, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ১১ ডিসেম্বর সকালে এক অপরিচিত যুবক রামগঙ্গার দিক থেকে মোটর সাইকেল নিয়ে মিলন মোড়ের দিকে আসছিল। হঠাৎ করে প্রচন্ড শব্দ হওয়ায় আশেপাশে দোকানের লোকজন দৌড়ে এসে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবক পড়ে রয়েছে রাস্তার উপর। খবর দেওয়া হয় ঢোলাহাট থানায়। পুলিশ এসে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। তবে প্রাথমিক অনুমান ঘন কুয়াশায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।

দক্ষিণরায়ের দর্শন পেলেন পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। সেই কারণেই প্রতিনিয়ত বাঘের দর্শন পাচ্ছেন সুন্দরবন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা। কখনও শাবকদের নিয়ে ঘুরছে আবার কখনও বা নদীতে সাঁতার দিচ্ছে। মাঝে মধ্যে নদীখাড়ি পারাপার হয়ে জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করছে। এমন বিরল দৃশ্য দেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন পর্যটকরা। ইদানিং বন দপ্তরের তরফে সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ শুক্রবার করে জঙ্গল বন্ধ রাখার নির্দেশও জারী করা হয়েছে। সেই বন্ধের আগেই ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ দক্ষিণরায়ের দর্শন পেলেন একদল পর্যটক। জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া থেকে বুধবার সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ জলযানে চেপে আজমলমারী জঙ্গল লাগোয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। নদীতে নেমে সাঁতার দিয়ে অপর প্রান্তে চলে যায়। এমন দৃশ্য দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পড়েন পর্যটক দলটি। কেউ কেউ আবার মোবাইল ফোনে সেই বিরল দৃশ্যের ছবিও তোলে। সুন্দরবন বেড়াতে আসা যুবক রাকিবুল সরদার জানিয়েছেন, 'দীর্ঘ ১৪ বছর সুন্দরবন ভ্রমণে আসছি। বাঘের দেখা না পেয়ে প্রতিবারই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। এবার সুন্দরবনের দক্ষিণরায়কে চাক্ষুষ দেখার ভাগ্য হয়েছে। প্রবাদে রয়েছে সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। ফলে ভাগ্যে না থাকলে বাঘ মামার দর্শন পাওয়া মুশকিল।

জালহীন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে বাড়ছে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : শুক্রবারের পর ফের সোমবার সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গেল মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর ৬ নং এলাকায়। বন দপ্তরের রায়দীঘি রেঞ্জের অধীন নলগোড়া বিট অফিসের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর ৬ নং এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মাতলার শাখা নদী। এই এলাকায় গত ২ বছর আগে জগন্নাথ নায়েকের বাড়ির গরু মেরে চলে গিয়েছিল একটি বাঘ।

গ্রামবাসীরা বলেন,সেই ঘটনার পরে আমরা দরখাস্ত লিখে দিয়ে এসেছিলাম বন দপ্তরে। কিন্তু ক্ষতি পূরণের টাকা পেয়েছি মাত্র ৮ হাজার টাকা অথচ গরুটির মূল্য ছিল ২০ হাজার টাকা। তাঁরা আরো অভিযোগ করেন, আমাদের নিয়ে জাল ঘেরার কাজ করিয়ে নিয়ে ছিল বন দফতর,বলেছিল ৪০০ টাকা করে মজুরি দেওয়া হবে আজ ও সেই টাকা দেওয়া হয়নি। মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর ৬ নং এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকার নদী বাঁধ এলাকার ফেনসিং জালহীন হয়ে পুরোপুরি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শীতের সময় রোদ পোহাতে বাঘ ঘনঘন জঙ্গল থেকে লোকালয়ের কাছে চলে আসছে। ফলে আতঙ্কিত এই সব এলাকার মানুষজন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর – ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪

ব্রাত্য যখন বাংলা

বাংলা ভাষার গৌরবের কাল কী ক্রমশঃ অস্তমিত হতে চলেছে। এই আশঙ্কা, এই ভয় অমূলক নয়। যে বাংলা ভাষার মর্যাদার লড়াইয়ে শিলচর ও বাংলাদেশে মানুষ প্রাণ দিয়েছে। সেই ভাষা শহীদদের মর্মর মূর্তি সম্প্রতি বাংলাদেশে ভাঙচুর করা হয়েছে। যে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে যারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে সেই বাংলা ভাষা এপার ও ওপার বাংলায় সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। ওপার বাংলায় হঠাতই কিছু মানুষের পাকিস্তান প্রীতি বেড়ে যাওয়ার কারণে পটপরিবর্তনের আবহে উর্দু ভাষাকে, আরবি ভাষাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। যে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই ৩০ লক্ষ বঙ্গবাসীকে পাকিস্তানের খান সেনাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মৌলবাদী ভাবনায় আচ্ছন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে। শোনা যাচ্ছে কবিগুরু 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা হারাতে চলেছে শীঘ্রই।

এপার বাংলায় ঘটা করে একদা বাংলা ভাষা নিয়ে নানা উৎসব অনুষ্ঠান ওপার বাংলার মতো হলেও সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাংলা ভাষার চর্চাক্ষেত্রে ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে উঠছে। অলিতে গলিতে নানা প্রাইভেট ইংরাজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ছাত্র সংখ্যায় কোঁপ পড়েছে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে। রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হলে বাংলা ভাষা যতই ক্ল্যাসিকাল ভাষার জন্য স্বীকৃতি পাক হারিয়ে যাবে তার কৌলিণ্য সরকারি স্তরে বাংলা ভাষা কতটা বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কিংবা আইন আদালতের ভাষণ আজও ইংরাজি। শুধু কলকাতা শহর নয়, রাজ্যের প্রতিটি শহর এবং শহরতলিতে দোকান, শপিং মল এবং নানা প্রতিষ্ঠানের হোডিং, সাইনবোর্ডে শুধুই ইংরাজি ভাষার আধিক্য।

অভিভাবক অভিভাবিকারা বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করাতে চাইছেন না ভবিষ্যতের কর্মজীবনের কথা ভেবে। বাস্তবক্ষেত্রে কর্মজগৎ সার্বিকভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা যদি প্রয়োগিক স্তরে ক্রমশঃ ব্রাত্য হয়ে পড়ে তা হলে শুধু বাংলার শিল্প সংস্কৃতি ঐতিহ্য নয়, বাংলা ভাষাকে সংশ্লিষ্ট বিরাট এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। সরকারি স্তরে বাংলায় চাকরি করতে হলে বাংলা শেখার গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বভারতীয় থেকে বাংলা ভাষা বহু ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মান্যতা পেলেও বেসরকারি ও সরকারি ক্ষেত্রে বাংলার গুরুত্ব বাড়াতেই হবে। নানা ব্যবসায়িক ফোন কলে হিন্দি ও ইংরেজি যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও বাংলা জানা সত্ত্বেও বাংলা উপেক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাভাষীদের বাংলার রাখতে বাংলাতেই কথা বলতে হবে। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করে তোলা দরকার সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে। রাজ্যে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণগুলি নিয়ে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে নইলে বাংলা ভাষা হারিয়ে গেলে সময়ের সাথে বাঙালিও অস্তিত্ব হারাবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আপনি তত্ত্বজ্ঞানী বলেই আমার বিশ্বাস, আপনি নিশ্চয়ই জানেন শরীরকৃত কর্ম সহজেই কেউ বিনষ্ট করতে পারলেও চিত্ত দ্বারা কৃত কর্ম অন্য কেউই বিনষ্ট করতে পারে না। আমাদের প্রেম সম্পর্ক চিত্তের গভীরে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত। স্থূল দেহের অবসানে নানা দেহে জন্ম লাভ করলেও সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহের সাথে সেই প্রেমসঙ্কল্প বজায় থাকবে, এবং কাল প্রভাবে আমরা বার বার নানা নাম–রূপে মিলিত হব। আমরা এখন মনঃস্বরূপ, মন নিশ্চয়ই অতীব সূক্ষ্ম চিন্ময়, দুর্লঙ্ঘ্য। অন্যের শত অভিশাপেও সেই চিন্ময় মনের কিছুই করা যায় না। সূর্য্য বললেন,– ভরত মুনির অভিশাপে তাদের মৃত্যু হল, কিন্তু আজও তারা বিভিন্ন জন্ম–জন্মান্তরে সেই মোহান্ধতায় আবদ্ধ হয়ে স্বামী–স্ত্রীরূপে অবস্থান করছে। হে ভগবন্! অভিশম্পাতেও সঙ্কল্পকারীর মনকে দমন করা যায় না। মন খুবই প্রমত্ত, চঞ্চল, দৃঢ়স্বভাব, বলবান এবং অতীব সূক্ষ্ম। এহেন মন দ্বারা কৃত কোন সৃষ্টিই স্বয়ং সঙ্কল্পকর্তা ভিন্ন অন্য কেউই ধ্বংস করতে পারে না। এমনকি এই যে আপনি জগতের আদি স্রষ্টা, আপনিও ঐন্দবদের সৃষ্ট জগতগুলির বিনাশ করতে পারবেন না। সুতরাং ইন্দুপুত্ররা নিজ নিজ জগৎ নিয়ে নিযুক্ত থাকুন, আপনিও আপনার চিত্তাকাশে জগৎ ও প্রজা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকুন। আকাশ, চিদাভাসাকাশ এবং চিত্তাকাশ এই তিন প্রকারে আকাশ চিদাকাশ হতেই প্রকাশ পায়। তাই চিদাকাশের মতই এই তিন আকাশও অনন্ত। আপনার সৃষ্টিতে ঐন্দবদের জগৎ রচনায় কোন বিপত্তির অবসর থাকবে না। ব্রহ্মা বললেন,– হে বশিষ্ঠ! অনেক বিচারে আমার উপলব্ধি হয়েছে সূর্য্যের ইত্যকার কথা যথার্থ। আমি সৃষ্টিকর্মে উদ্যোগী হই। ইন্দুপুত্রগণ অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও চৈতন্যের প্রতিভাসবলেই ব্রহ্মভাব লাভ করেছেন এবং আমিও সেই আত্মচৈতন্যের প্রভাবেই ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হয়েছি। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মাই হলেন চিত্ত এবং চিত্তেই শরীর কল্পিত হয়। কর্ম–বাসনার বৈচিত্র্যে কল্পনাও স্বতঃই ভিন্ন ভিন্ন হয়। বাসনা সম্পৃক্ত হলে চিত্তকে বলে জীব, ভ্রান্তিবহুল হলে স্থূল দেহ, আবার জীবত্ব এবং দেহভাব উপশান্ত অর্থাৎ নির্মূল হলে সেই চিত্তই ব্রহ্ম।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

মহিলাদের ক্ষমতায়ন কীভাবে সম্ভব?

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে মহিলারা দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। আর কীভাবেই বা তাঁরা সমাজে পুরুষদের সমান ক্ষমতাবান হয়ে উঠবে, এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। আপনি কি মনে করেন, বিভিন্ন সরকার প্রদত্ত ডোল বা দান–খয়রাতি মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক ক্ষমতায়নকে বাস্তবায়িত করে? আসলে তখনই মহিলাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে যখন প্রি কনসেপশান ও প্রি–নাটাল ডায়াগনস্টিক অ্যাক্ট (PCPNDA, 1994) কড়াকড়িভাবে বলবৎ করে প্রত্যেক শিশুকে পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ ও স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ সরকার করে দিতে পারবে। অবশ্য এক্ষেত্রে সরকার, নার্সিং হোমের মালিক ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল অত্যন্ত জরুরি। কেবল আইন দিয়ে যে, সমাজে লিঙ্গ সমতা আনা যাবে না, আজ তা প্রমাণিত। কারণ কিছু বছর আগেও ১০০০ জন পুত্র শিশু প্রতি কন্যা শিশুর সংখ্যা ছিল ৯২৯ জন। অবশ্য ২০২২–২৩ সালে তা একটু বেড়ে হয়েছে ৯৩৩জন। অবশ্য তাতে আর কি হবে? বাকি কন্যারা কোথায় যাচ্ছে? তাদের তো মাতৃ জঠরেই হত্যা করা হচ্ছে। কন্যাশিশুদের তো এখনও বহু জায়গাতে জন্মাতেই দেওয়া হচ্ছে না। এবার দেখুন, জন্মাবার পরও একটি কন্যাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করা হয় না, ভালো খাবার দেওয়া হয় না, রোগ হলে ঠিকমতো চিকিৎসা করানো হয় না, আবার তার উপর বাড়ির বিভিন্ন কাজ করানো হয় যেমন ধরুন ঘর মোছা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করা, গৃহপালিত পশুর যত্ন করা ইত্যাদি। এই চিত্রটা শহরের বস্তি অঞ্চলে ও গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারপর একটু বড় হলেই তো পাড়ায়, রাস্তায়, কোনও অনুষ্ঠানে এমনকী ঘরের মধ্যেও সে নির্যাতন, অত্যাচার, টিটক রী, চর–থাপ্পর এমনকী ধর্ষণের শিকার। এভাবেই কন্যা শিশুরা বেড়ে ওঠে।

এবার গ্রামীণ মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের চিত্রটা একটু দেখে নেওয়া যাক। রাজনীতির রণাঙ্গনে ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে ত্রি–স্তরীয় পঞ্চায়েতে ২০টি রাজ্যে গ্রামীণ মহিলারা ক্ষমতায় এসেছে বটে; তবে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে গিয়ে দেখুন বহু জায়গাতেই তাদের স্বামী, পুত্র বা পিতা প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে ও দৈনন্দিন উন্নয়নের কাজকর্ম সম্পাদন করে। কেন এমনটা হবে? আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যদের ভাতা এত কম যে তাদের অনেকেই প্রকৃত ক্ষমতাবান হতে চায় না; বা তাঁদের হতে দেওয়া হয় না। ২০০৮ সালে (৮ এপ্রিল) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রধান ও উপপ্রধানদের মাসিক ভাতা করা হয় ২০০০+৫০০=২৫০০ টাকা এবং ১৫০০+৫০০=২০০০ টাকা। এটি তদানীন্তন কৃষক–দরদী ও মহিলা–দরদী বামফ্রন্ট সরকারের মহিলা বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর অঙ্গীকারের একটি নমুনা। আবার এরাজ্যে একজন মহিলা প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর এ রাজ্যে মহিলা (পুরুষসহ) গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের ভাতা বাড়ানো হয় ২০১৯ সালে। দেখুন তো একবার মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কতটা পরিমাণে এই গ্রামীণ উন্নয়নের কান্ডারীদের বেতন বা ভাতা বৃদ্ধি করলেন। ২০১৯ সালে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের মাসিক ভাতা হয় মাত্র ৯০০০ টাকা, আর সহকারী সভাধিপতিদের ভাতা হয় ৮০০০ টাকা। জেলাপরিষদের সাধারণ সদস্যদের মাসিক ভাতা বেড়ে হয় ৫০০০ টাকা। আবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের ভাতা প্রতি মাসে হয় ৬০০০ টাকা, আর সহ সভাপতিদের ভাতা করা হয় ৫,৫০০ টাকা মাত্র। অপরদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের ভাতা ধার্য হয় ৫০০০ টাকা ও উপপ্রধানদের জন্য বরাদ্দ হয় ৪০০০ টাকা। অন্যান্য সদস্যদের ভাতা হয় মাসে মাত্র ৩০০০ টাকা। যদিও যাতায়াতের খরচ বাবদ তারা সামান্য কিছু ভাতা পান বটে; কিন্তু সেই অর্থ প্রতি মাসে সময়মতো তাদের হাতে পৌঁছোয় না। এদিকে তাদের কাজ হয় সর্বক্ষণের; পরিশ্রম ও টেনশন ও কিছু কম নয়, দায় ও দায়িত্বও উপেক্ষা করার নয়। অথচ ভাতা দেওয়া হবে মাত্র তিন হাজার/পাঁচ হাজার টাকা। আমার প্রশ্ন হল — এই অর্থে কি কোনও ব্যক্তির চারজনের সংসার চালানো সম্ভব? যদি সম্ভব না হয়, তবে জেনে শুনে সরকার বাহাদুর এই সমস্ত ত্রি–স্তরীয় পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, সভাপতি ও সভাধিপতিদের দুর্নীতিগ্রস্থ করে তুলছেন নাকি?

তাহলে এদের প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য ও উন্নয়ন কার্যে সদর্থক অংশগ্রহণ বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমেই যা করতে হবে তাহল এদের বেতন বৃদ্ধি করা। শুধু তাই নয়, স্তর অনুযায়ী পেনশনের ব্যবস্থাও করা দরকার। তবে তাদের দায়বদ্ধ করা যাবে, তারা প্রকৃতভাবে ক্ষমতা ভোগ করবেন ও উৎসাহিত হয়ে দেশের উন্নয়ন কার্যে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবেন। এতে মহিলা–পুরুষ প্রধান, সদস্য ও ব্লক এবং জেলা পরিষদ স্তরে পদাধিকারীরা নিজেরা যেমন প্রকৃত ক্ষমতাবান হবেন, দায়বদ্ধ থাকবেন ও খুশি মনে উন্নয়নের কাজ করবেন; অপরদিকে, তাদের দুর্নীতি করার প্রবণতা কমবে ও উপভোক্তারা যথার্থ সুযোগ সুবিধা সময়মতো পাবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও মহিলা সদস্য ও প্রধানদের নিয়মিত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা দরকার এবং তাদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে। আর শিক্ষাগত যোগ্যতামান কমপক্ষে স্নাতক হওয়া প্রয়োজন। তারপর সার্বিকভাবে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও তা রূপায়ণে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সুযোগ প্রসারিত করা দরকার। সরকার বাহাদুর এদিকে একটু নজর দেবেন, প্লীজ। আর সরকার যদি কর্ণপাত না করে, তবে মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হবে; পাল্টে দিতে হবে পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর সব কঠোরতা ও ব্যবস্থাপনা। গ্রামীণ মহিলাদের ও শহরের বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলের মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দরজা খুলে দিতে হবে। আরো উন্নতমানের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বিদেশি গুনমান সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে তাদের ক্যাম্পাস খোলার জন্য। এতে ছাত্রছাত্রীদের যেমন পড়ার সুযোগ বাড়বে তেমন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

নতুন নতুন বিষয়ে পঠন পাঠনের দরজা খুলে দিতে হবে। যেমন ধরুন মহাকাশ গবেষণা, রোবট তৈরি, জাহাজ তৈরি, রকেট নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ, বুলেট ট্রেন নির্মাণ, জলে–স্থলে একসঙ্গে চলে এমন গাড়ি নির্মাণ, স্থলে ও আকাশে চলবে এমন উন্নত গাড়ি তৈরির শিক্ষা, ইলেকট্রিক যানবাহন নির্মাণ, কম্পিউটার সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার নির্মাণ ও মেরামতির দক্ষতা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং ও অঙ্ক বিষয়ে পড়ানো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও ছাত্রছাত্রীদের এইসকল বিষয়ে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। স্ট্যাটিসটিক্স, কমার্স ও ল–ডিগ্রির ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এথিক্স, ইকোনোমিক্স রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও ম্যানেজমেন্টের জ্ঞান আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। সংবিধানের শিক্ষা প্রত্যেক মহিলা ও পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। মাধ্যমিক পাশ প্রতিটি মহিলা ও ও বালিকাকে দুবছরের মিলিটারি ট্রেনিং দিতে হবে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ও তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে। যেমনটি দেখা যায় ইজরায়েলে। সরকারকে মহিলাদের জন্য আরো ডিসেন্ট জবের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলারা উপরিউক্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে চাকুরি ও ব্যবসা বানিজ্য করতে পারবে। মহিলাদের আরো বেশি করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদ হওয়ার জন্য মানসিক দৃঢ়তা বজায় রেখে কঠোরভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরো প্রসারিত করতে হবে। ট্রেনিং চলাকালীন মাসিক স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা দরকার। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইনটার্নশিপ স্কীম উল্লেখযোগ্য, যেখানে ২১–২৪ বছর বয়সী দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ, আইটিআই সার্টিফিকেট যুক্ত, পলিটেকনিক পাশ এমনকী বিএ, বিকম, বিএসসি পাশ ছাত্রছাত্রীরাও ১ বছরের ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাচ্ছে স্টাইপেন্ডসহ। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে তিন মাসের জুডো ক্যারাটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তা একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। সরকার, সিভিল সোসাইটি, বিভিন্ন ক্লাব কর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সোসাইটি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজে কীভাবে হিংসা ও ধর্ষণের মতো সামাজিক ব্যধি ধ্বংস করা যায় তার ব্যবস্থা করতে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও নারীবাদী গবেষকদের সাহায্য ও সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। সবশেষে বলব, মহিলাদের নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বাইরে থেকে খুব বেশি একটা ক্ষমতায়ন ঘটানো সম্ভব নয়। যখন মহিলারা তাদের পরজীবী মানসিকতা ত্যাগ করে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে দেশের রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্প, আইনসভা, বোর্ড রুম, খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, মহাকাশ গবেষণা–সর্বত্র এগিয়ে আসবেন ও পুরুষদের সঙ্গে একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন, দেশের সম্পদ উৎপাদনে সমান অংশীদার হবেন ও উৎপাদনের ফল নিজে ভোগ করবেন ও অপর সহ নাগরিকদের তা ভোগ করার সুযোগ করে দিতে পারবেন, তবেই হবে মহিলাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন। তবেই হবে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন। আর ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান অংশীদারিত্ব দরকার। মহিলাদের বাদ দিয়ে কখনও টিকসই উন্নয়ন বা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সম্ভব নয়, এটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্ণধারদের মাথায় রাখতে হবে। তবে মহিলাদের নিজেদেরকেও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে দেশ গঠনে ও দেশের উন্নয়নে। **সমাপ্ত।**

মর্যাদার উপর আঘাত বাশার আল–আসাদের পতন

সুমন্ত ভৌমিক

বাশার আল–আসাদকে প্রায় এক দশক ধরে ক্ষমতায় রেখেছিল রাশিয়ার আগ্নেয়াস্ত্র শক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সমস্ত কিছু বদলে দিয়েছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় পরিস্থিতির মাঝে ক্রেমলিনের সিরিয়া প্রকল্প উন্মোচিত হয়েছে এবং মস্কো তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, মস্কো গভীর উদ্বেগের সঙ্গে সিরিয়ার ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছে। তবে, আসাদ সরকারের পতন কিন্তু রাশিয়ার মর্যাদার উপর আঘাত। পশ্চিমাদের শক্তি ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে এটাই ছিল ভ্লাদিমির পুতিনের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে রাশিয়া সফল হয়েছে বলেও মনে হয়েছিল। ক্রেমলিনের একটা সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, মানবিক কারণে বাশার আল–আসাদ এবং তার পরিবারকে রাশিয়ার তরফে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। দামেস্কের পতন হয়েছে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল–আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং বিমান পথে তাকে মস্কোতে উড়িয়ে আনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আসাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে ২০১৫ সালে হাজার হাজার সেনা পাঠিয়েছিল রাশিয়া। এই পদক্ষেপের পেছনে রাশিয়ার একটা লক্ষ্যও ছিল। প্রেসিডেন্ট আসাদের সমর্থনে সামরিক বাহিনী পাঠানোর পিছনে তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজেদের জাহির করা। এরপর ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট পুতিন সিরিয়ায় অবস্থিত রাশিয়ার হেমেইমিম বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেন। তার সেই অভিযান যে সফল, সেই ঘোষণাও দেয়া হয়। এদিকে, রুশ বিমান হামলায় সিরিয়ায় বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের খবর নিয়মিত প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে সেখানে পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের রাশিয়ার সামরিক অভিযান প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থাপনা করতেও দেখা গিয়েছে। একজন কর্মকর্তা সেই সময় বলেছিলেন যে, রাশিয়া কিন্তু সিরিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদের জন্য থাকবে। তবে এই বিষয়টা কিন্তু তাদের কাছে মর্যাদার চাইতেও বেশি বড় ছিল। রাশিয়ার তরফে সামরিক সহায়তার বিনিময়ে সিরিয়ার কর্তৃপক্ষ তাদের ৪৯ বছরের জন্য হেমেইমিমের বিমানঘাটি এবং তারতুসের নৌঘাটি বন্ধক দেয়। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল রাশিয়া। আফ্রিকার ভিতরে এবং বাইরে সামরিক ঠিকাদারদের স্থানান্তর করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই ঘাটিগুলো।

এদিকে, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে সিরিয়াস্থিত রাশিয়ার ঘাঁটিগুলোকে উচ্চ পর্যায়ের সতর্কতায় রাখা হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে দাবি করা হয়েছে এই মুহূর্তে তাদের উপর কোনও গুরুতর ঝুঁকি নেই। মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন বাশার আল–আসাদ। ক্রেমলিন কিন্তু তার উপর ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছিল। আসাদ সরকারের পতনের বিষয়টাকে একটা ধাক্কা ছাড়া অন্য কোনও দিক থেকে উপস্থাপন করতে গেলে কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষকে বেশ হিমশিম খেতে হবে। এখানে রাশিয়ার নাগরিকদের জন্য একটা পরিষ্কার বার্তা রয়েছে। তা হলো, রাশিয়া নয় বছর ধরে বাশার আল–আসাদকে ক্ষমতায় রাখার জন্য সম্পদ জুগিয়ে চললেও রাশিয়ার জনসাধারণকে বার্তা দেওয়া যে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে মস্কোর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এখন ওই রুশ ঘাটিগুলোর কী হবে? বাশার আল–আসাদের মস্কোয় পৌছানোর বিষয়ে ঘোষণা করে রাশিয়ার তরফে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে অন্য একটা বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সিরিয়ার সশস্ত্র বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিদের যোগাযোগ ছিল।

এক দেশ এক আইন এক ভোটে মানুষ আর রাজস্ব কি বাঁচে বটে

নরেন্দ্রনাথ কুলে

'এক দেশ এক ভোট শব্দবন্ধটি আবার চর্চার কেন্দ্রে নিবেদিত হয়েছে। অবশ্যই তা রাজনৈতিক চর্চা। যদিও রাজনৈতিক, তবে ভোট শব্দটি সামাজিক ভরকেন্দ্রে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সেই গুরুত্বকে আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার চেষ্টায় বিজেপি সরকার তার শাসন ক্ষমতার প্রথম পর্ব থেকেই সচেষ্ট হয়েছে। সংসদের অদ্য শীতকালীন অধিবেশনে এক দেশ এক ভোট প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত হতে চলেছে। এক দেশের নামে এই সরকার অনেক কিছুকেই একীভূত করার প্রয়াস দেখিয়ে চলেছে। এক দেশ এক আইন, এক দেশ এক ভাষা, এক দেশ এক ধর্ম কথাগুলো মানুষের সামনে উত্থাপিত হয়েছে। এক দেশ এক ভোট সেই উত্থাপিত অংশের আর একটি অংশ। এক দেশের সাথে এতকিছু একীভূত করলেই দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তা কি পরিষ্কার?

এত কিছু একীভূত করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ, যা এক দেশ এক আইন নামেরই অঙ্গ। তাতে কাশ্মীরবাসীর জীবন–জীবিকার সমস্যার সমাধান হয়েছে তা সরকারের খতিয়ান বলতে পারে, কিন্তু সাধারণ কাশ্মীরবাসী কি সে কথা বলছে? যদিও ৩৭০ ধারা বিলোপের পর কাশ্মীরের উন্নয়ন কেমন হয়েছে সেটা বিবেচনা সাপেক্ষ। জঙ্গি কার্যকলাপে জিরো হয়নি। জঙ্গি কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন

বিপন্ন হলেও, তারা কখনোই প্রশাসনের সন্দেহের বাইরে থাকেনি। ঠিক এই জায়গা থেকে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ সত্যি কি প্রশাসনের ওপর ভরসা রাখতে পেরেছে? পাকিস্তান সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মানুষদের কথা কদাচিৎ উঠে আসে। যা আসে তা প্রশাসনের দরাজ শংসাপত্র নিয়ে আসে। আর যাঁরা সত্যিই জঙ্গির হাতে পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন তাঁদের কথা কি আমরা আদৌ জানতে পারছি। জঙ্গির হাতে, সেনাবাহিনীর হাতে বিপন্ন পরিবারের কথা সচরাচর খবরে আসে না।

সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া কাশ্মীরের ভোটে কাশ্মীরী পন্ডিতদের কয়েকটি সংগঠন ভোট থেকে বিরত থাকার কথা ঘোষণা করেছিল। পন্ডিত নিধণের সুবিচারের আশায় তারা প্রশাসনের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। অথচ কাশ্মীরী পন্ডিত নিধণে বিজেপির রাজনীতি দেশজুড়ে এক অন্যমাত্রা পেয়েছিল। যা তাদেরই মদতপুষ্ট শিল্পে ফুটে উঠেছিল কাশ্মীর ফাইলস্ নামক চলচ্চিত্রে। অথচ সেই কাশ্মীর পন্ডিতরাই আজ নিজেদের ব্রাত্য মনে করছে। এটাই তো ভোটের রাজনীতি। দলীয় প্রয়োজনে কেবল ব্যবহৃত হলে তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না, যদি ভোটের অঙ্ক কাজ না করে।

কাশ্মীরি জনগণের অনেকেই বলছেন, বেকার সমস্যা ভয়াবহ। পি এইচ ডি করা ছেলেরা ফলের দোকান দিচ্ছে। তাহলে সাধারণ যুবকদের অবস্থা আর নতুন করে কিছু বলার থাকে না। শ্রীনগর স্মার্ট সিটি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মোবাইল নেটের স্পীড নাকি দুরন্ত। যদিও এই স্পীড ডাললেকের পরিবেশকে সতেজ করতে পারে না। ডাললেক লাগোয়া বসতির জীবনযাপনের মান উন্নত হয়নি বলে ডাললেকবাসীর অভিযোগ। এমনকি পর্যটকদের জন্য এখনো ঠিকঠাক শৌচালয়ের ব্যবস্থা হয়নি। তবে কাশ্মীরের এমন উন্নয়নে যুবকদের মধ্যে ড্রাগের নেশা অত্যাধিক বেড়েছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। আর বেড়েছে মদের দোকান। এগুলো উন্নয়নের অংশ। এমন উন্নয়নে যুবকরা মেতে থাকলে কাশ্মীরবাসীর দাবি করার ভাষা হারিয়ে যাবে একদিন। এটাই তো স্মার্ট সিটির স্মার্ট যুবক তৈরি করার সহজ পথ। এ ব্যাপারে কোন সরকারের মধ্যে পার্থক্য নেই।

'এক দেশ এক ভাষা নিয়ে কথা কম বলেনি এই সরকার। হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে তাঁদের এটা একটা নতুন কৌশল। হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনা শুধু আজকের নয়। পূর্বতন সরকারগুলির কয়েকটি তাতে আমল দিয়েছে। এই পরিকল্পনায় আজকের প্রজন্মের একটা অংশের অধিকাংশ হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবেই মনে করে। কিছুদিন আগে এক অবাঙালি মেট্রো যাত্রীর হিন্দি ভাষার সপক্ষে যুক্তিহীন অবিবেচকভাবে অসেচতনতার অহংকারি বাক্যবিতন্ডা তা প্রমাণ করেছে। প্রজন্মের মনের অসচেতনস্তরে এমন ভাবনা প্রসারে বিভেদকামী রাজনৈতিক মতলববাজদের দূরভিসন্ধির সফলতার এ এক ক্ষুদ্র অংশ। এই ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টির বার্তা সৃষ্টি করতে পারলেই এক দেশ এক ভাষা কোন এক অধিবেশন হয়তো উত্তপ্ত হবে একদিন।

'এক দেশ এক ধর্ম নামক হাওয়া তোলারও চেষ্টা হয়েছে বিজেপির ছোট মাঝারি থেকে হোমরাচোমরাদের বাক্য কান্ডে। বহু ভাষাভাষী, বহু সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রের এই দেশে যদি প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানকে নকল করার চেষ্টা থাকে, তাহলে আমাদের দে...?

শুরু উত্তরবঙ্গ বইমেলা

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ৮ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায় স্থানীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪২তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখিকা অর্পিতা সরকার, শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। শীতের সন্ধ্যায় পছন্দসই বইয়ের খোঁজে কাঞ্চনজঙ্ঘা বইমেলায় ৮ থেকে ৮০ বয়সের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। অর্পিতা সরকার বলেন, এই সন্ধ্যায় এত পাঠকের সমাগম দেখে সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছে। মেলা চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পানীয় জল নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল সমস্যা সমাধানকল্পে গাজলডোবায় দ্বিতীয় জল প্রকল্প তৈরির কাজে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু ও দ্রুত সমাধানে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন, শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিভিন্ন শাখা এবং পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র, পানীয় জল বিভাগের এম.আই.সি ও সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় পৌরোহিত্য করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

বিশ্ব এইডস দিবসে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কীম হাওড়া আমতা বাস স্ট্যান্ডে এক সচেতন শিবিরের আয়োজন করা হয়। পরিচালনায় পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট অগ্রগামী মহিলা ও শিশু মঙ্গল সমিতি। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এদিন সকলের মধ্যে এইডস ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন হাওড়া আমতা বাস স্ট্যান্ডে এই এইডস নিয়ে আলোচনা ও তার প্রতিকারের উপর এই সচেতন শিবির নিয়ে সকলের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাগদার রণঘাট ও দৌলতপুর

প্রথম পাতার পর

এইভাবে বেশ কিছু পারাপার হচ্ছে। এগুলো অনেক টাকার বিনিময়ে। অনুমান করা যায়, যারা এত টাকা দিয়ে আসে, তারা খুব সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই নয়। কারণ সাধারণ লোক এতটাকা দিয়ে আসতে পারেনা। এভাবেই হয়তো দুস্কৃতি ঢুকে যাচ্ছে এদেশে। তবে মোটা টাকার কারবার না হলে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার বাঁটোয়ারা হয় কী করে? তবে এর তো কোনও প্রমাণ নেই। এভাবে কলার ভেলা ধরে টান দেওয়ার ফলে কখনও কখনও সাতাঁর না জানার কারণে মৃত্যু হয় কারও কারও। বাগদায় আর একটা জায়গা আছে, তার নাম দৌলতপুর ইন্ডিয়াপাড়া। সীমান্তের ফেন্সিং থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের একটা গ্রাম। এটা একটা ডিমের মত। পুরো অংশটা বাংলাদেশের ভিতর আছে। একটা ত্রিকোণ রাস্তা। চার–পাঁচ হাতের রাস্তাটুকু ইন্ডিয়ার। ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে এই রাস্তাটা যুক্ত। এই গ্রামে দুপাশে বাংলাদেশের বাড়ি। ওই এলাকাটা খুবই বিপদজ্জনক। জরুরী তথ্য ছাড়া বিএসএফ ওখানে যায় না। কারণ এখানে প্রচুর ঝুঁকি। একসময় বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীরা বিভিন্ন অপকর্ম করে এখানে আশ্রয় নিত। সেসময় এখানে একটা বাড়িকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন আরও নতুন এরকম জায়গা হতে পারে। এখান দিয়ে বেরোতে গেলে কাগজপত্র করে বেরোতে হবে। যেসব নথি তৈরি করে দেয় এখানকার দালালরা। শুনেছি পেট্রাপোলেও এরকম একটা জায়গা আছে। যেখান দিয়ে এখন 'ধুর'(বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীর কোড নাম) পারাপার হচ্ছে। প্রসঙ্গত, অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানাগুলোর বক্তব্য, সীমান্ত দেখার দায়িত্ব বিএসএফের। পুলিশ তো সীমানা দেখেনা। পুলিশের দেখার দায়িত্ব হল ক্রাইম। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে সমস্ত সীমান্তে এখন অত্যন্ত কড়া নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিএসএফের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। অফিসার থেকে শুরু করে জওয়ানরা দিনরাত পাহারা দিচ্ছেন। সীমান্ত এখন সম্পূর্ণ নজরদারি মধ্যেই আছে।

ভুগছে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষা

প্রথম পাতার পর

নলহাটি ২নং ব্লকের বারা ১নং প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোহাপুর হীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মুরারই ১নং ব্লকের গোঁড়শা প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। বারা ১নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫জন শিক্ষক এবং ২১০জন পড়ুয়া। সহকারী শিক্ষক তথা বীরভূম জেলাপরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ আবু জাহের রানা বলেন, পরিকাঠামোগত কোনো সমস্যা নেই বিল্ডিং আছে। তবে পঞ্চম শ্রেণীর পঠনপাঠন চালু হলে একজন শিক্ষক দিলে ভালো হয়। লোহাপুর হীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬জন শিক্ষক এবং ২৩৩জন পড়ুয়া আছে। প্রধান শিক্ষক সুকচাঁদ মিঞা আগামী ৩১ ডিসেম্বর অবসরগ্রহণ করবেন। প্রধান শিক্ষক সুকচাঁদ মিঞা বলেন, পরিকাঠামোগত কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র ছাত্রদের শৌচাগার অকেজো হয়ে গিয়েছে। গোড়শা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪৩৭জন পড়ুয়া। ৭জন শিক্ষক ছিল। তারমধ্যে ১জন শিক্ষককে অন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে এবং আরেকজন উচ্চ প্রাথমিকে চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছে। প্রধান শিক্ষক আকিবুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকসঙ্কট এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা আছে। তিনবছর আগে মিড–ডে–মিলের রান্নাঘর ধসে গিয়েছিল। ৬টি শ্রেণীকক্ষ আছে তারমধ্যে একটি শ্রেণীকক্ষে মিড–ডে–মিলের রান্না হয়। তাই প্রয়োজন অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষেরও।

আস্তুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭০০ উপর পড়ুয়া। ৮জন শিক্ষক ছিল। তারমধ্যে ২জন শিক্ষককে অন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর পঠনপাঠন চালু হচ্ছে। সেখানে ২৫০জন পড়ুয়া। ৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ১জন উচ্চ প্রাথমিকে চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছে। চিনপাই প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কুখুটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী চালু করার পথে বাধা পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব এবং শিক্ষক সঙ্কট। বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান ড: প্রলয় নায়েক বলেন, পরিকাঠামো উন্নতি করার লক্ষ্যে অর্থ পাঠানো হচ্ছে। কিছু বিদ্যালয়ে অর্থ ঢুকেও গিয়েছে। যে সমস্ত প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কটের কথা বলছেন তারা সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সমস্যার সমাধান করে দেবো।

এসএফআইয়ের এক সদস্য বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে পরিকাঠামো উন্নতি করা প্রয়োজন। শিক্ষক সঙ্কট মেটানো দরকার তা নাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর পঠনপাঠন চালু হলে শিক্ষকের অভাবে পড়াশোনা হবে না। শিশুর শিক্ষার প্রথম ধাপ–প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাই। দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া এই শিক্ষক সঙ্কটের কারণ। এবিপিটিএ জেলা নেতা ভরত পাল এবং আকিবুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণী চালুর ক্ষেত্রে আমরা বিরোধিতা করছি না। তবে জেলায় অনেক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার তুলনায় শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ১জন শিক্ষককে মিড–ডে–মিলে নিযুক্ত। সেই কাজ করতেই তার সময় চলে যায়। আমরা বারবার সংগঠনগতভাবে জেলা শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছি, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে কিন্তু ২০১১ সালের পর শিক্ষক নিয়োগ হয়নি বললেই চলে।

ইটালিয়ান মৌমাছি পালনে টেক্কা দিল দক্ষিণ দিনাজপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর : রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে ইটালিয়ান মৌমাছির প্রতিপালন করে লাভের মুখ দেখছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধু চাষীরা পাশাপাশি প্রতি পালনের মাধ্যমে মধু চাষ করে অন্যান্য রাজ্যকে টেক্কা দিচ্ছে।

প্রত্যেক বছরই এই সময়টায় বহু দূর–দূরান্ত থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সর্ষেফুলের জমিতে ইটালিয়ান মৌমাছি প্রতিপালন করে মধু চাষের আশায় এই জেলায় আসেন মধু চাষীরা। বর্তমানে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা পেয়ে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইটালিয়ান মৌমাছির প্রতিপালন করে বিগত বছরের থেকে মধু উৎপন্ন মধুর পরিমাণ বেড়েছে অনেকাংশেই যার ফলে অধিক লাভবান হচ্ছেন মধু চাষিরা। জেলার এই মধু প্যাকেটজাত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে কলকাতা সহ অন্যান্য রাজ্য এমনকী আন্তর্জাতিক বাজারগুলিতে। তাতেই লাভের মুখ দেখছেন বলে জানান সফল মধুচাষী রমজান আলি ও সুবেদার আলিরা। ভবিষ্যতে এমন মধু চাষের দ্বারা সারা বিশ্বের দরবারে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাম উজ্বলিত হবে বলে তারা যারপরনাই ভাবে আশাবাদী।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের রবীন্দ্র অডিটোরিয়ামে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব দপ্তরের অধীন নেহেরু যুব কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবার পরিচালিত জেলা যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন স্থানীয় রায়দিঘি বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক ডা:অলক জলদাতা।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মথুরাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, সুদীপ মণ্ডল। স্বাগত ভাষণ দেন নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডায়মন্ড হারবার জেলার, অতিরিক্ত জেলা যুব আধিকারিক অরুনিমা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি। উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তুষার সামন্ত, দক্ষিণী ক্রীড়া বিবেকানন্দ সেবা কর্মকর্তা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক প্রতিযোগী বসে, আঁকা, নৃত্য, বক্তৃতা, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী, ছবি প্রদর্শনী, রচনা ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় নেয়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারীকে আর্থিক মূল্য, মেডেল সার্টিফিকেট দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। এই যুব উৎসব এলাকায় বিশেষ উদ্দীপনা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। বিধায়ক অলক জলদাতা বলেন, এই প্রতিযোগিতা রাজ্য সারা দেশজুড়ে হয়। সফল প্রতিযোগীদের তিনি আগাম শুভেচ্ছা জানান। রাজ্যের হয়ে দেশে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে তারা এই বিশ্বাস তিনি রাখেন। জেলা যুব আধিকারিক অরুণিমা বলেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয় যুবকবৃন্দ যেভাবে এগিয়ে এসেছে এই জেলা যুব উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানায়। আয়োজক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, বিচারক মণ্ডলী অসাধারণভাবে প্রকৃত উপযুক্তদের বাছাই করে রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নেওয়ার ছাড়পত্র দিচ্ছেন।

আশা করা যায় তারা রাজ্য এবং দেশে নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে। তিনি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক–শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ছাত্র–ছাত্রী প্রতিযোগিতায় নেওয়ার জন্য জেলা যুব উৎসবকে সফল করার জন্য অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যের সদিচ্ছার অভাবে থমকে তেল ভাণ্ডার

প্রথম পাতার পর

তৎকালীন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সরেজমিনে এলাকাটি পরিদর্শনও করে যান। তিনি এলাকাবাসীকে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু তার অব্যবহিত পরে প্লান্ট তৈরির কাজ কোনও অজানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আসলে জমিজটেই আটকে যায় বিরাট সম্ভাবনা। এমনটাই মন্তব্য স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। ফলে প্ল্যান্টকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের যে আশা–ভরসা তৈরি হয়েছিল তা শেষ হয়ে যায়। স্থানীয়দের কথায়, কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই পরবর্তীতে আর উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি ওই স্থান একসময় জলমগ্ন হয়ে, আগাছা পরিপূর্ণ হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতেই এবার আরও চারটি তেলের কূপের সন্ধান পেল ওএনজিসি। এখন শুধু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহায়তা ও সদিচ্ছার অপেক্ষা বলে মনে করেন স্থানীয় মানুষ। এ প্রসঙ্গে অশোকনগর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'এখনতো খননের কাজটা বন্ধ আছে। তবে আমরা তো বন্ধ করিনি। ওরা যদি তেলের কূপের সন্ধান পায় তো কাজ করুক না। ওরা যে জায়গা দাবি করেছিল, আমরা তো তা দিয়েছে। জায়গা নিয়ে তো কোনও সমস্যা নেই। তবে ওরা যে কাজ বন্ধ রেখেছে, তা ওরা নিজের থেকেই রেখেছে।'

বেআইনি পানীয় জলের ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে

প্রথম পাতার পর

পাড়ায় পাড়ায় এই ব্যবসার জন্য মেরে কেটে খরচ হচ্ছে মাত্র ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা। ফলে সেই জল কতটা পরিশ্রুত তা যথেষ্ট সংশয়ের। বিধি না মেনে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা এবং উত্তর বিধানসভার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলিতে চলছে পানীয় জলের কুটির শিল্প। তার মধ্যে কজনের ট্রেড লাইসেন্স আছে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। মেশিন বসিয়ে মাটির নিচ থেকে জল তোলা হচ্ছে। সেই জল নামকাওয়াস্তে পরিশ্রুত করার পর, জার বা বোতলবন্দি করে চলছে ব্যবসা। নিয়মের তোয়াক্কা না করে জেলায় জেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে পানীয় জলের অসংখ্য কারখানা। ১৩ টাকার জল বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছচ্ছে ৩০–৪০ টাকায়। প্রশাসন বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দিলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে জল কিনতে হয় সাধারণ মানুষকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ব্যবসা করছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। জানা গিয়েছে পানীয় জলের কারখানা তৈরি করতে হলে একাধিক দপ্তরের অনুমোদন লাগে। মাটির নিচে থেকে জল তোলা, জলের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য কেমিস্ট নিয়োগ, এফএসএসআইয়ের শংসাপত্র, আইএসআই লোগো, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকরণ দপ্তরের লাইসেন্স এমন কত কি। এছাড়াও জলের বোতল ও জার জীবাণুমুক্ত করা, আইএসআই, এফআইএসএসআই সহ সার্বিক পরিকাঠামোর জন্য কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু করবে কে? ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে পাড়ায় পাড়ায় চলছে এই অবৈধ জলের কারবার। সাধারণ মানুষ ভাবছেন, বোতলের জল পান করছেন, এতে আর্সেনিক আসবে কোথা থেকে? তাঁদের সেই ধারণা বোধ হয় সোনার পাথর বাটি। বোতল বা জারের জল কতটা পরিশ্রুত নিয়ম মেনে তা করা হচ্ছে কিনা তা জানতে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। বললেন অত নিয়ম জানিনা, মাটির নীচে থেকে জল তুলে জারে ভরে বিক্রি করছি। অনেকেই এই কাজ করছেন। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল সরকারি অনুমতি পত্র কি রয়েছে? উত্তরে তিনি জানান, ট্রেড লাইসেন্স আছে আর কিছু নেই। আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল আমরা কতটা পান করছি তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এই জল থেকে পেটের রোগ হতে পারে, আশা করি প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সেবাশ্রয় কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাস সংক্রমনের সময় ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি লোকের বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দিয়েছিলেন। করোনা টেস্টেরও ব্যাপক ব্যবস্থা করেছিলেন। যেটা ডায়মন্ড মডেল নামে স্বীকৃতি পেয়েছে। নতুন বছরে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে আরো একটি মানবিক কর্মসূচি হতে চলেছে যার নাম সেবাশ্রয়। ৩০ নভেম্বর আমতলায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির উদ্যোগে একটি ডক্টরস কনভেনশন হয়। যেখানে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ১৩০০ ডাক্তার উপস্থিত হয়েছিলেন। ২০২৫ সালের ২ জানুয়ারি থেকে ৭৫ দিন ধরে চলবে এই সেবাশ্রয় কর্মসূচি। সাতটি বিধানসভায় ২৮০০ শিবির হবে। প্রতিটি বিধানসভায় ১০ দিন করে স্বাস্থ্যশিবির চলবে। সাত দিন জেনারেল মেডিসিন এর ডাক্তাররা বিনামূল্যে পরিষেবা দেবেন সাধারণ মানুষদের। তিন দিন সুপার স্পেশালিটি বিষয়ক ডাক্তাররা পরিষেবা দেবেন। এই স্বাস্থ্য–শিবিরে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি ইসিজিরও ব্যবস্থা থাকবে। এই সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে ১০০০ জন চিকিৎসক যুক্ত থাকবেন এবং ১৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবক যুক্ত থাকবেন। এই বৃহৎ স্বাস্থ্যশিবির কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় সাড়া পড়ে গেছে। এই কর্মসূচির জন্যই এ বছরে এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

বলাগড়ে মৎস্যজীবি অধিকার যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের মানুষের খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির জন্য কাজ করেন হাজার হাজার মৎস্যজীবি। অথচ তাদের প্রাকৃতিক জলাশয় ও তাতে থাকা মাছের উপর তাদের কোন আইনি অধিকার নেই, যেখানেই উন্নয়নের নামে বন্দর বা পর্যটন কেন্দ্র হচ্ছে সেখান থেকেই তারা উৎখাত হচ্ছেন থাকলেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন বিভিন্নভাবে। এছাড়াও স্বার্থান্বেষী মানুষ ট্রলিং, মশারী জাল, বিষ, বিস্ফোরক সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ শিকার করছেন ফলে মাছের জোগান কমে যাচ্ছে যার ফলে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মৎস্যজীবীরা। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই আন্দোলনে নেমেছেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত জলপথে নৌকায় করে প্রচার চলছে মৎস্যজীবিদের স্বার্থে। ৫ ডিসেম্বর প্রচারের লঞ্চ এসে পৌঁছায় বলাগড় ফেরিঘাটে। সেখান থেকে দলবদ্ধভাবে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয় শ্রীপুর বাজার সহ স্থানীয় এলাকায় প্রচার শেষে লঞ্চটি রওনা দেয় সোমরা বাজারের উদ্দেশ্যে।

দৌত্যে কাজ হবে কি?

প্রথম পাতার পর

মানুষের প্রশ্ন, কূটনৈতিক আলোচনা চলুক, চলুক বাণিজ্য কিন্তু হিন্দু নির্যাতন বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ হোক। যদি তা না হয়, তাহলে এইসব কূটনৈতিক দৌত্য অর্থহীন বলে পরিগণিত হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত আসলে কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে তার উন্নয়নকে বাধার মুখে ফেলতে চায় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন সারা বিশ্বে যুদ্ধ থামাবার আশা জাগাচ্ছেন তখন নিজেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াতা সমীচীন বলে মনে হবে না। আবার ভারত–বাংলাদেশ বাণিজ্য বন্ধ হলে রপ্তানির ক্ষেত্রে একটা বড় শূন্যতার সৃষ্টি হবে। আর এই শূন্যতা দখল করতে এগিয়ে আসবে বেশ কিছু দেশ। বাংলাদেশকে দুর্বল করে দিলে ভারতকেও তা পোহাতে হবে। অন্য কোনও মৌলবাদী শক্তি যদি বাংলাদেশের ঘাঁটি গড়ে তবে ভারতের পক্ষে তা এক দৈনন্দিন যন্ত্রণা হয়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে হিন্দুদের শক্তিশালী করাটাই মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে প্রধান হাতিয়ার। এর আগেও সমস্ত বাংলাদেশি সরকারের আমলেই বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে। তার কারণ হিন্দু বা ওপারে সংখ্যালঘুদের কোনও রাজনৈতিক পরিসর নেই। তারা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল। তাদের কোনও দল নেই, ভোটে দাঁড়াবার অধিকার নেই। এই রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই একমাত্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিশ্চিন্ত হতে সাহায্য করতে পারে। তার লক্ষ্যেই ভারতকে কাজ করতে হবে। দাঙ্গা, দেশভাগ থেকে একাত্তরের যুদ্ধ বারবার মার খেয়েছে বাঙালি, পালিয়েছে বাঙালি, উদ্বাস্তু হয়েছে বাঙালি। নিজেদের ভিটে মাটি সম্পত্তি ছেড়ে চলে এসেছে এদেশে। আর সেই সম্পত্তি দখল করেছে বাংলাদেশের আগ্রাসীরা। আবার এই ভুল করলে একটি ভারত ভূখণ্ড থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে সনাতনীরা। যেভাবেই হোক এই প্রবণতা রুখতেই হবে মৌলবাদীদের রুখতে।

আড়তেই ভরসা কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলাজুড়ে চলছে ধান কাটা। কোথাও ধান কাটা হচ্ছে মেশিনে আবার কোথাও হচ্ছে হাতে। মুরারই ১নং ব্লকের কনকপুর মৌজায় (জেএল নং ১০৯) হাতে ধান কাটা চলছে। পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে এসে ৪০০ টাকা মজুরির বিনিময়ে ধান কাটছে শ্রমিকরা। কৃষক খায়ের শেখ, মনো শেখ বলেন, এবার ধানের ফলন আশাতীত কিন্তু চাষে সার, বীজ, কীটনাশক, জলের দাম, কাটা মাড়া ও বহনে খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৭০০০ টাকা করে। আলু, সরিষা, গম লাগানোর জন্য তাড়াতাড়ি ধান কাটা হচ্ছে। রাজনগর ব্লক সহকারী কৃষি আধিকারিক বলেন, সহায়ক মূল্যে ধান কেনার সময় একজন কৃষককে কুইন্টাল পিছু ২০০০ টাকা এবং উৎসাহ ভাতা ২০ টাকা করে দেওয়া হয়। কৃষকদের সহায়ক মূল্যে ধান কেনার রেজিট্রেশন অক্টোবর মাসেই হয়ে গেছে। আগের থেকে এখন ধান কেনায় সরলিকরন হয়েছে। ধান কৃষক মান্ডিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা ঢুকবে কৃষকদের একাউন্টে। জেলা কৃষি উপ অধিকর্তা সূর্যনারায়ন ঘোষ বলেন, জেলায় এবার ২ লক্ষ ৯১০০০ হেক্টরের মধ্যে ২ লক্ষ ৮৯০০০ হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ করা হয়েছে। জেলার গ্রামীণ আড়তেই ধান বিক্রি করছেন চাষীরা। চাষীদের বক্তব্য, সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে গেলে অনেক হ্যাপা। বহুদিন আগে থেকে নাম লেখাতে হয়। গ্রামের আড়তে ধান বিক্রি করলে সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাচ্ছি। জেলার এক ধান আড়তদার বলেন, কেনার সময় বস্তা পিছু এক কেজি করে বাদ দিচ্ছি। এখন কোথাও ১৭৫০ টাকা কুইন্টাল আবার কোথাও ১৮২০ টাকা কুইন্টাল চলছে ধানের দর।

সঞ্চিতা মেলা ৩৩ তম বর্ষে পড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বাওয়ালিতে গত ৩২ বছর ধরে সঞ্চিতা মেলা হয়ে আসছে। শিশু কিশোর উৎসব ও মেলা হিসেবে ইতিমধ্যেই গোটা জেলার মধ্যে একটা নজির সৃষ্টি করেছে এই মেলা। সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালনায় এবার এই মেলা ৩৩ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন হবে। চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার কর্ণধার স্বপন কুমার রায় জানালেন, 'আগামী ২২ ডিসেম্বর বিকালে একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন হবে। সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা থাকবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সরকারি ও বেসরকারি স্টলে নানা সামগ্রী ও সচেতনতামূলক প্রচার চলবে। ২৩ ডিসেম্বর সঞ্চিতা রায়ের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচনের পাশাপাশি সঞ্চিতা মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শুভ সূচনা হবে।' উপস্থিত থাকবেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা। ২৯ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকবে যাত্রা অনুষ্ঠান 'সিঁদুর আছে স্বামী নেই'। পরিচালনায় এবং অভিনয়ে আছেন প্রদীপ দাস। প্রযোজনা সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র। এছাড়াও সঞ্চিতা মেলায় জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা এবং ৩০ ডিসেম্বর কবি সম্মেলনের ও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেলায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

বারাসাত মেডিকেল কলেজে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে মানবাধিকার আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হল। বারাসাত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সাধারণ মানুষ থেকে হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবারের সদস্যরা বারাসাত মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্কে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করলেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য সঞ্চালক দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন, '১৯৪৮ সালে পৃথিবীর সব দেশ মিলে মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের সূচনা করেন। হাসপাতাল ও পুরসভার পাঁচ জন সাফাই কর্মী বন্ধু আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন। প্রতিদিন মানুষের অধিকার বিভিন্ন উপায়ে ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই।' এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, রাজীব গান্ধী আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. তাপস কুমার মণ্ডল। বিশেষ অতিথি পদে ছিলেন বারাসাত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন, ডা. অলক কুমার মৌলিক, ডা. বিশ্বজিৎ দাস, ডা. কুন্তল দত্ত প্রমুখ চিকিৎসকরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা শাসকের কারণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
নাজিরখানা দপ্তর, আলিপুর

স্মারক নম্বর ৪৯৭/এন.জেড/জি.এস.মেলা ২০২৫ তারিখ: ১১/১২/২০২৪

১) আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা, ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ৮ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন স্থান কচুবেড়িয়া, চেমাগুরী, বেণুবন, কাকদ্বীপ এবং নামখানায় বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যাবসায়ীবৃন্দের অথবা যাত্রীনিবাস, যাত্রীশিবির করতে ইচ্ছুক বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থার অথবা বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের অথবা যাত্রীছাউনি বা চিকিৎসা ছাউনি দিতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থানের জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র/ দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

২) ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তি ও জমা দেবার স্থান নিম্নরূপ:–

(ক) দোকান/ হোটেল ও অন্যান্য ব্যাবসায়ীর ক্ষেত্রে সাগর/ কাকদ্বীপ/ নামখানা বি. এল এন্ড এল আর ও দপ্তর।

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে জেলা নাজিরখানা দপ্তর, জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর।

৩) জমি বন্দোবস্তের নির্ধারিত মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাদির বিবরণ ফর্মের সঙ্গে পাওয়া যাবে।

৪) বিশদ বিবরণের জন্য জেলাশাসকের দপ্তরের আলিপুর কার্যালয়ে নাজিরখানা দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্বাঃ/–
অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর

Memo No. 3992(6)/DICO/S24Pgs
Dt. 12.12.2024

নিজের জমি নিজেই চেনে না কেএমসিঃ রত্না

ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টে কোনও ভূতের বাসা আছেঃ মেয়র

বরুণ মণ্ডল : সম্পত্তি গুলি দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতা পৌরসংস্থার, কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তির তালিকায় তার নাম নেই। ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অভিজ্ঞ বরো অধ্যক্ষ রত্না সুরের প্রস্তাব, মূল কলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া কলকাতা পৌরসংস্থার সংযুক্ত এলাকার বিভিন্ন সম্পত্তিতে উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণের কাজের ক্ষেত্রে মূল জটিলতার কারণটি হল কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি গুলি কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পত্তির বিবরণ আপগ্রেড না হওয়ায় কাজ করতে বেগ পেতে হয়।

রত্নাদেবী জানান, কলকাতা পৌরসংস্থাকে যেসকল সম্পত্তি বিভিন্ন সংস্থা বা বিভিন্ন ব্যক্তি দান করেছেন, তার নথিপত্র অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি সম্পত্তির তালিকায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

যেসব সম্পত্তি গুলি ১৯৯৪ সালে কলকাতা পৌরসংস্থাকে বিভিন্ন ব্যক্তি দান করেছিলেন সেইসব সম্পত্তি গুলোও কোনও রকম সম্পত্তির তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়নি। এরফলে যখন আমরা 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল বা 'সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা কোনও সম্পত্তিতে ব্যবহার করতে যাচ্ছি, তখন কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে বারংবার জানতে চাওয়া হচ্ছে সম্পত্তিগুলো কী আমাদের? আমার সম্পত্তি অথবা যদি জানতে চাই সম্পত্তিটা আমাদের কী না, ব্যাপারটা একটা হাস্যকর পর্যায় দাঁড়িয়ে যায়। কারণ ল্যান্ড অ্যান্ড এস্টেট দপ্তরটি তো কেন্দ্রীয় পৌরভবনেই।

রত্না দেবী প্রশ্ন তোলেন, কোনও ব্যক্তি যদি কোনও সম্পত্তির উন্নয়ন করতে যায়, তাকে পৌরসংস্থা থেকে বলা হচ্ছে, তুমি বিএলএলআরওর মিউটেশন করে নিয়ে আসো। তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা নিজ সম্পত্তির মিউটেশন করে না কেন? প্রশ্ন তোলাটা খুবই জরুরি। বিএলএলআরও র

মিউটেশন কলকাতা পৌরসংস্থার যেসব সম্পত্তির আছে। এসএসইউনিটের আন্ডারে থাকা জমিগুলোর বিএলএলআরওর মিউটেশন করা হয়নি কেন? কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি। একটা ব্যক্তি যদি দায়বদ্ধ হন, বিএলএলআরওর মিউটেশন করতে। কলকাতা পৌরসংস্থা বিএলএলআরও মিউটেশন করবে না কেন? এবং 'বাংলার ভূমি অ্যাপ থেকে মানুষকে বলছে তোমার সম্পত্তির বিবরণ, তুমি খুবই সহজেই পেয়ে যাবে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তির কে মিউটেশন করবে?

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, একটা পার্ক আছে, সাংসদ তহবিলের টাকায় পার্কটা তৈরি হয়। সেখানে একটা বাথরুম তৈরির জন্য অধ্যক্ষা মহাশয় ২০২২ – ২৩ সালে ১০ লক্ষ টাকা সাংসদ তহবিল থেকে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা জমি জটিলতার জন্য আজ পর্যন্ত সেই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার বের হয়নি। অথবা পাশের ক্লাবের দলিলের সাইট প্ল্যানে দেখা যায় ওটা কেএমসি পার্ক। আমাকে এইভাবে প্রমাণ করাতে হল, জমিটি কেএমসির। যারা কলকাতা পৌরসংস্থায় সম্পত্তি কর দিচ্ছে আজ পর্যন্ত 'বাংলার ভূমি অ্যাপে তাদের কোনও উল্লেখ নেই। স্টেট ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো–অপারেটিভ সোসাইটি তারা কেএমসি"কে সম্পত্তি কর প্রদান করে। সেখানে বাংলার ভূমি অ্যাপে তাদের কোনও উল্লেখই নেই। তারা কেএমসি"কে। দু"কাঠা জমি দিয়েছিল ওয়ার্ড অফিস করার জন্য। আধুনিক ভ্যাট তৈরি করবো বলে জমি নিয়ে ছিলাম ওদের কাছ থেকে। ইনভেন্টরি লিস্টে তার কোনও উল্লেখ পাবেন না। আর বাংলার ভূমিতে তো নয়ই।

তিনি আরও বলেন, আবার ১৯৯৪ সালে সুরভি ভট্টাচার্য নিজের মা প্রকৃতি ভট্টাচার্যের নামে কেএমসিকে একটি জমি দান করেছিলেন। শর্ত ছিল জমিটি জনস্বার্থে যেন ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে জমিটি কেএমসি"র। এখন ওখানে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ঘর করতে গিয়ে কেএমসি"ই প্রশ্ন তুলছে? জমিটি কী কেএমসি"র? ইনভেন্টেরি লিস্টে কোনও উল্লেখ নেই। আমার কাছেও কোনও তথ্য নেই। আমি কী করে প্রমাণ করবো জমিটি কেএমসি"র। ১৯৯৫ সাল থেকে জমিটির কোনও দাবিদার নেই। খোঁজ করে একটা জেরক্স কপি পেয়েছি। ইনভেন্টরি লিস্টে কাজ গুলি করতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

তিনি কেএমসির জমি নিয়ে দুর্নীতির ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্ন করেন, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড থেকে মাঝেমধ্যেই যেসব জমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেগুলি কারা লুপ্ত করলো? কারা এর পিছনে আছে, আমরা জানতে চাই? আমাদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই অভিযোগ ওঠে আমরা নাকি জলাভূমি ভরাট করছি। আমার প্রশ্ন, জমির আপগ্রেডেশন যদি না হয়, তাহলে তো এই অভিযোগের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে। তিনি দাবী রাখেন জমিগুলি রেকর্ডেড হোক। তার প্রেমিসেস নম্বর হোক। তার পোস্টাল অ্যাড্রেস তৈরি হোক।

মহানাগরিককে জানাই, আজ ৪০ বছর হতে চললো, বরো–১৩–র আলাদা কোনও অফিস নেই। ১৯৯৯ সালের ১২ নভেম্বর রাজা রামমোহন রায় রোডে ৬ বিঘা ১০ কাঠা জমি (মৌজা– সিরিটি, জেএল ১১,ওয়ার্ড নম্বর ১১৫) রাজ্য সরকার কেএমসি কে দিয়েছিল। কেএমসি আমার রাজ্য সরকারকে দিয়েছিল ট্রেনিং কলেজ করার জন্য। সেটা ২০০০ সালের ৩১ জানুয়ারি পৌর অধিবেশনে পাসও হয়। ২৪ বছর পার হয়ে গিয়েছে। জমিতে কিছুই হয়নি। অর্থাৎ জমিটি কেএমসির রয়েছে। ইনভেন্টরি লিস্টে এটা কেএমসির জমি হিসাবে উল্লেখ করা আছে। ওখানে একটি ওয়ার্ড অফিস তৈরি হোক। ভালো কাজে লাগুক। এর সঙ্গে এখন কেন্দ্রীয় পৌরভবনে থাকা ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টকে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় হতে হবে। ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টে কোন্ ভুতের বাসা আছে, সেটা মহাধ্যক্ষকে খুঁজে বার করতে হবে। জমির বিএলএলআরওর মিউটেশন করতে এতো অনীহা কেন? এতে কেএমসির কাজকর্ম পরিচালনা করতে সাংসদ, বিধায়ক, কেএমসি"র টাকা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

এই প্রস্তাবের ওপর বলতে উঠে বরো–১৬–র অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লে বলেন, এই সমস্যা হয় তো ১–১০০ নম্বর ওয়ার্ডে কম আছে। কিন্তু বাদ বাকি ১০১ – ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের প্রচুর এই সমস্যা। আমরা যারা সংযুক্ত কলকাতার পৌরপ্রতিনিধি তাঁদের প্রত্যেক মুহূর্তে এই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে জমি জটে আটকে যায়। আমরা মহানাগরিকের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম যে, সরকারি সম্পত্তি ও ভেস্টেড ল্যান্ডের কোনও লিস্ট বা কিছু কেন্দ্রীয় পৌরভবনে থাকলে আমাদের তা দেওয়া হোক। মহানাগরিক তা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও সুরাহা হয়নি। আমি কেন্দ্রীয় পৌরভবনের 'ল্যান্ড অ্যান্ড এস্টেট ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। তারা অসহায়ের মতো বলছে, এই দপ্তরে লোকজন যদি একটু বেশি থাকতো তবে আমরা এই সমস্যার সুরাহা করতে পারতাম।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা ঠিক যে আমাদের একটি গভর্নমেন্ট সিস্টেম আছে। কোনও ল্যান্ড অধিগ্রহণ হলে, তা ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট জানলো। কিন্তু না রেজিস্ট্রি অফিস জানলো,না বিএলএলআরও অফিস জানলো, না কলকাতা পৌরসংস্থার মিউটেশন হল। সেজন্য বহু ল্যান্ড আছে, যেগুলি অধিগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। পরে ফলস বেরিয়েছে। যেমন– ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে পাটুলিতে আছে। বর্তমানে কেএমডিএ থেকে সব ল্যান্ডগুলির মিউটেশন করা হয়েছে। বর্তমানে বিএলএলআরও অফিসটা বেহালা–চৌরাস্তা থেকে কেন্দ্রীয় পৌরভবনে তুলে আনা হয়েছে মিউটেশন দ্রুততার সঙ্গে হওয়ার জন্য। তবে অনেকগুলি জায়গায় কেএমসির সম্পত্তি মিউটেশন হয়না। আবার বিএলএলআরও–র রেকর্ডে থেকে যায়। এটা আমি নিশ্চিত ভাবে দেখবো। আর বরো – ১৩ – র নিজস্ব অফিস তৈরির বিষয়টি দেখবো।

বার্তা

দর্শন : সমহিমায় পালিত হচ্ছে সখের বাজারে বড়িশার সুপ্রাচীন চন্ডিমেলা। এবছর ২৩২ তম বর্ষে পদার্পণ করল। চলবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। **ছবি :** অভিজিৎ কর

জবরদখল : আকড়া রেলস্টেশনের কাছে রেলের জমি মধ্যেই দখল হয়ে গেছে গ্যারেজ। চলছে রমরমিয়ে ব্যবসা। ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে।

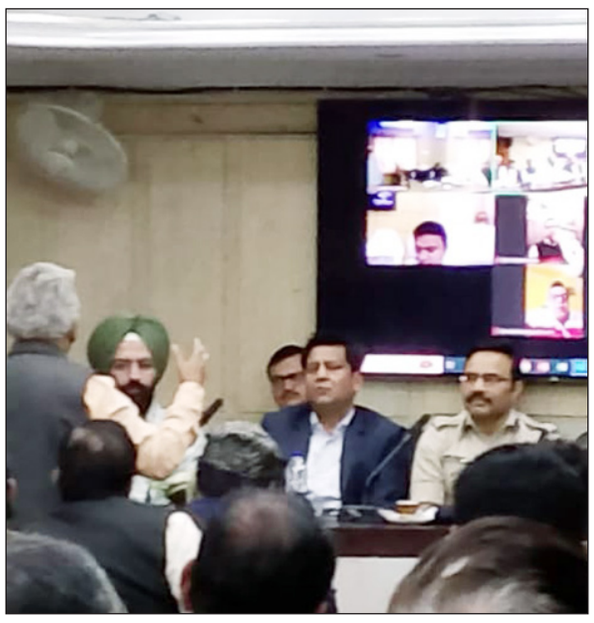

আলোচনা : গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫কে কেন্দ্র করে এনজিও'দের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল আলিপুর জেলাশাসক দপ্তরে। সাগরমেলায় আশা পূণ্যতীর্থদের পরিষেবায় বিগত বছরের ত্রুটি– বিচ্যুতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় এদিনের আলোচনায়। **ছবি :** অরুণ লোধ

কলকাতায় বিনোদন করের ক্ষেত্র বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরে ঘর ভাড়া করে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনে বিনোদন কর দিতে হয়। এবার নতুন নিয়মে ডিস্কো থেক, নাইট ক্লাব, শপিং মল, ডিজে, এফএম রেডিও, লাইভ ব্যান্ডও বিনোদনের আওতায় পড়বে। সম্প্রতি মহানাগরিক কলকাতা পৌরসংস্থার আয়ের উৎস বাড়াতে বিনোদন কর থেকে আয় বাড়ানোর উপর জোর দেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেসব সংস্থা অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা বিনোদন কর দেবে না অথবা বিশাল অঙ্কের টাকা বকেয়া পড়ে আছে, সেখানে নোটিশ দেওয়া হবে। এক আধিকারিকের কথায়, 'কোনও বড়ো ক্লাব অথবা ডিস্কো থেকে নোটিস দেওয়া হলে সামাজিক সম্মানহানি হবে। লোকজন জানতে পারবে কর দেওয়া হয় না। ফলে নিজেদের স্বার্থেই দ্রুত বিনোদন কর মিটিয়ে দেবে। গত অর্থবর্ষে বিনোদন কর থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার আয় হয়েছিল প্রায় ৮.৫ কোটি টাকা। চলতি বছরের শেষ তিন মাসের তথ্য বলছে, অন্তত ৮০ শতাংশ আয় বাড়বে। কারণ আয় বাড়ানোর আরও অনেক নতুন জায়গার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। বিনোদন করের আওতায় বিলিয়ার্ড টেবিল, পুল টেবিল, মিড নাইট, লেট নাইট ক্লাব, ডগ রেস, কলকাতা পৌরসংস্থা উদ্যানে কোনও ক্লাব থাকলে তাকেও বিনোদন কর দিতে হবে। এর মধ্যে সিনেমা, টিভি শুটিংয়ের জন্য যেমন রাজ্য তথ্য–সংস্কৃতি দপ্তরের অনুমতি নিতে হয়, তেমনই পৌরসংস্থার অনুমতি নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আউটডোর এবং ইনডোর শুটিংয়ের জন্য বিনোদন কর দিতে হবে।'

খাদ্য নিরাপত্তা টিম এখন অনেক সক্রিয় : অতীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহর জুড়ে অসংখ্য হোটেল, রেস্তোরাঁ আর রাস্তার দুধারে গড়ে উঠেছে বহু ফাস্ট ফুড সেন্টার। এইসব জায়গায় কতটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার পরিবেশিত হচ্ছে? কলকাতা পৌরসংস্থা এদের ওপর নিয়মিত নজরদারি জারি রাখার কী কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে?

কলকাতা পৌরসংস্থার ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) দলের একমাত্র পৌরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা ২০১৫ সালের পর থেকে কলকাতায় 'ফুড সেফটি রেগুলেটরি অ্যাক্টকে কঠোরাভাবে চালু করার উদ্দেশ্যে ১৬ জন ফুড সেফটি অফিসারের আন্ডারে কলকাতায় ১৬টি বরোতে ১৬টি টিম কাজ করছে। প্রত্যেক টিমে একজন করে ফুড সেফটি অফিসার তার সঙ্গে একজন স্কিল্ড অফিসার এবং একজন আন–স্কিল্ড কর্মী এবং তাদের সহযোগী মিলিয়ে প্রতিটি গ্রুপে সাত থেকে আটজন করে টিম যাঁরা ফুড সেফটি বিষয়ে প্রতিটি বরোতে কাজ করছে। ফুড সেফটি অফিসাররা বরো হেল্থ অফিসারের আন্ডারে বরো অফিস থেকে কাজ পরিচালনা করছেন।

অতীনবাবু আরও বলেন, তবে একটি বিষয়ে আমাদের ভালো করে জানা দরকার যে স্ট্রিট ফুডের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি কোনও আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারি না। যেহেতু স্ট্রিট ফুড ভেন্ডার যারা রাস্তায় বসেন তাদের নির্দিষ্ট কোনও দিন বা ঠিকানা নেই তাই তাদের বিরুদ্ধে ফুড সেফটি অ্যাক্টে সরাসরি কোনও আইন প্রয়োগের কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আমরা যখন পরিদর্শণে যাই, তখন আমরা অন স্পট টেস্ট করে দেখি, খাবারের মধ্যে ভেজাল পাওয়া যাচ্ছে কী না। আমাদের একটা ভ্রাম্যমাণ গাড়ি আছে। তারমধ্যে আমরা খাবার পরীক্ষানিরীক্ষা করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেজাল খাবার নষ্টও করে দিই। এই ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষা সপ্তাহে নিত্য কলকাতা শহরের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, এবং রাস্তার ধারের বিভিন্ন দোকানে খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে, স্পট টেস্টিং –এর মাধ্যমে সংগৃহীত খাবারের গুণমান পরীক্ষা করা হয়।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৩,৮৬০ টি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার ১৫৯টি খাদ্য নমুনা নিম্নমানের পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো স্পটেই সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এবং খাদ্য বিক্রেতাদের সর্তক করা হয়েছে। রাস্তার ধারে খাদ্য বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি মাইকিং, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা হয়, খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিক ফুড সেফটি অফিসারের মাধ্যমে। এছাড়া কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত দোকান থেকে এই সময়ের মধ্যে ৮৬৬টি রেগুলেটরি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। যার ৬৭টি খাদ্য নোংরা নিম্ন মানের পাওয়া গিয়েছে। এই নিম্নমানের খাদ্য বিক্রি করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং মোট ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। খাদ্য স্বাস্থ্য বিধি না মেনে খাদ্য তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার বিরুদ্ধে মোট ৮০টি ইম্প্রুভেল্ট নোটিশ জারি করা হয়েছে।

৩০ তম কিফ টলি ইন্ডাস্ট্রির ঝুলি কতটা ভরাতে পারলো

গ্রীনরুমের আড্ডায় মাধবী মুখোপাধ্যায়, ডোনা গাঙ্গুলী ও প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী

৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪

পুরস্কারের তালিকা

সেরা ভারতীয় তথ্যচিত্রের জন্য গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার
ছবি- **ভবতোষের কারখানা (বাংলা)**। পরিচালক- দীপাঞ্জন চৌধুরী
বিশেষ জুরি সম্মান
ছবি - **মেলভিলাসাম (মালায়ালম)**। পরিচালক - হরিপ্রসাদ কে. এন
সেরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ভারতীয় ছবির জন্য গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার
ছবি- **গুলার কে ফুল (হিন্দি)**। পরিচালক - অরুণ মিত্র
বিশেষ জুরি সম্মান
ছবি - **মোজ্জাত (বাংলা)**। পরিচালক - অমৃত সরকার
এশিয়ান সিলেক্ট NETPAC পুরস্কার
ছবি-**পুতুলনামা (ভারত)**। পরিচালক- রণজিত রায়
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমালোচক সংস্থা (FIPRESCI) পুরস্কার
ছবি - **তারিকা (বুলগেরিয়া)**। পরিচালক - মিলকো লাজারভ
বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার
সেরা ছবি- **ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন**। পরিচালক- অভিজিৎ চৌধুরী

ভারতীয় ভাষায় ছবির বিভাগে বিশেষ জুরি সম্মান
ছবি- **নুরুড় নাটক (হিন্দি)**। পরিচালক- তন্ময় শেখর
ভারতীয় ভাষায় ছবির বিভাগে হীরালাল সেন মেমোরিয়াল পুরস্কার
সেরা পরিচালক- **আরিয়ান চন্দ্র প্রকাশ**। ছবি-**আজুর (বাজ্জিকা)**।
ভারতীয় ভাষায় ছবির বিভাগে হীরালাল সেন মেমোরিয়াল পুরস্কার
সেরা ছবি - **লাচ্ছি (কন্নড়)**
পরিচালক - কৃষ্ণে গৌড়া
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা - ইনোভেশান ইন মুভিং ইমেজেস
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ জুরি সম্মান
ছবি - **ডেড ম্যানস্ সুইচ (মেক্সিকো)**। পরিচালক - আলেহান্দ্রো গারবার বিসেচ্চি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড
সেরা পরিচালক - আনা এন্দারা
ছবি- **বিলাভেড ট্রপিক** (পানামা)
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড
সেরা ছবি- **তারিকা (বুলগেরিয়া)**
পরিচালক- মিলকো লাজারভ

প্রিয়ম গুহ, কলকাতা : ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নন্দন চত্বর সহ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়েছিল সিনে প্রেমীদের ভিড়। আড্ডা এবং বিভিন্ন আলোচনা সভায় উঠে আসে সিনেমা জগতের অতীত এবং ভবিষ্যৎ। যাতে উপকৃত হবে নতুন প্রজন্মের সিনেমা নির্মাতা সহ অভিনেতা অভিনেত্রীরা। তপন সিনহার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সম্মানিত করা হয় তাঁর সাথে কাজ করা অভিনেতা–অভিনেত্রী এবং নেপথ্যের কারিগরদের। এদিন উপস্থিত ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, মুনমুন সেন, রজতাভ দত্ত, লাবনী সরকার, দুলাল লাহিড়ী, দীপঙ্কর দে, শকুন্তলা বড়ুয়া, দেবীকা মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। ১১ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় রবীন্দ্রসদনে, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেন সহ চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান তথা পরিচালক গৌতম ঘোষ, অভিনেত্রী পাওলি দাম ও রিতাভরি চক্রবর্তী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শান্তনু বসু এবং অন্যান্য দেশের আমন্ত্রিতরা। ডোনা গাঙ্গুলী ও তার সম্প্রদায়ের নাচ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এরপর দূরভাষে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌতম ঘোষ এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাদের জানান, তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে খুবই আনন্দিত এবারের কিফ পরিচালনার বিষয়ে। বিদেশি বন্ধুরা কলকাতার মানুষের সিনেমার প্রতি ভালোবাসা দেখে আপ্লুত। তিনি বলেন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অবশ্যই নির্যাস কুড়িয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সিনেমার মাধ্যমে এখানকার পরিচালক এবং অভিনেতা অভিনেত্রীরা নিশ্চয়ই শিখেছে এবং আরও নতুন ভাবনায় কাজ করার উৎসাহ পাবে। তাকে প্রশ্ন করা হয় বাংলার চলচ্চিত্র জগতে এবারের উৎসব কোন উপহার এনে দিতে পারল? এই উত্তরে গৌতমবাবু জানান, এখনও এই বিষয়ে খুব একটা নজর দেওয়া হয়নি তবে ভবিষ্যতে নজর দেওয়া হবে। বাংলা পাহাড় থেকে সমুদ্র সাথে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ জঙ্গল নিয়ে তৈরি তাই এখানে শুটিংয়ের বিভিন্ন জায়গা মজুত আছে, শুধু দেশ–বিদেশের কাছে তুলে ধরায় কিছুটা খামটি রয়েছে। তবে তুলে ধরলে পর্যটন এবং চলচ্চিত্র জগৎ উপকৃত হবে কারণ এই দুটি জিনিস কিছুটা একই সুতোয় বাঁধা। পরিবর্তিকালে এ বিষয় নিয়ে ভাবনার কথা তিনি জানান।

চলচ্চিত্র উৎসবের শুধু বিভিন্ন ছবি পশরা বসালেই হবে না। সাহায্য করতে হবে বাংলার চলচ্চিত্র জগতকে। যা সরকারের ভাড়ারকে শক্তিশালী করতে পারে। যারা সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করছে তাদেরকেও দিশা দেখাতে হবে চলচ্চিত্র উৎসবকেই। এই প্রাঙ্গণে যদি বিভিন্ন স্টলের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার সুদৃশ্য প্রান্ত তুলে ধরা যায় বিশ্বের কাছে এবং তাদের যদি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ছবি নির্মাণে উৎসাহিত করে নিয়ে আসা যায় বাংলার চলচ্চিত্র জগতে হলিউড বা বলিউডে বাংলার প্রকৃতিকে যদি দেখা যায় তাহলেই চলচ্চিত্র উৎসব সার্থক হবে।

উৎসবের মুক্তাঙ্গনে তথ্যচিত্রের মেলার মাধ্যমে আপামর সকলে ছোট ছোট তথ্যচিত্র তুলে ধরে প্রতিযোগিতায় যদি অংশগ্রহণ করতে পারে সেখানেও তাদের উৎসাহ বাড়বে এবং সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটবে নতুন দিশা দেখাবে কিফ।

ছবি : প্রীতম দাস

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সচিব শান্তনু বসু

সেলফি নিচ্ছেন বিলাভেন্দ্র ট্রপিক ছবির পরিচালক আলা এন্দারা।

পুরস্কার প্রদান করছেন গৌতম ঘোষ ও ঋতাভরি চক্রবর্তী

বক্তব্য রাখছেন আর্জেন্তিনার পরিচালক পাবলো সিজার

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

শিশু বান্ধব গ্রাম বিষয়ক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া: উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের হাটগাছা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত – এর উদ্যোগে ২০২৫–২০২৬ বর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষে বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুস্থ সুন্দর নির্মল আনন্দ পরিসরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শিশু সুরক্ষা,শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পরিকাঠামো উন্নয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাটগাছা ১ অঞ্চলের নির্বাচিত ও প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্যোগে ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল শিশু বান্ধব গ্রাম বিষয়ক আলোচনা সভা এবং অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা। শিশুদের অংশগ্রহণ দেখে আধিকারিকবৃন্দ প্রশংসা করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এইরকম এক অভিনব উদ্যোগ দেখে শিক্ষক শিক্ষিকা, শিশুরাও খুবই উৎসাহ বোধ করে। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিটি শিশুকে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করা হয়।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের শিশুরা দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরালে বিভিন্ন সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও পরিবেশ চর্চার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নাম বিভিন্ন সামাজিক ও প্রশাসনিক স্তরে সমাদৃত করেছে যার ফল স্বরূপ আজকের এই কর্মসূচি। আমাদের শিশুদের নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করার জন্য হাটগাছা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এর আধিকারিকবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকা, হাটগাছা ১ অঞ্চলের প্রধান প্রসেনজিৎ দাস,সেক্রেটারি শম্ভুনাথ মিশ্র,সমাজসেবী শংকর মহল,এলাকার দুই জন প্রতিনিধি দেলোয়ার থান্দার ও রঘুনাথ মান্না সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল। সেই থেকে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘের মতে মানবাধিকার হল সেই অধিকার যা আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত এবং যাহা ছাড়া আমরা মানব হিসেবে বাঁচতে পারি না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ এবং ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা মানবাধিকারের মূল উদ্দেশ্য। মানবাধিকার হল এমন কিছু অধিকার যা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সেই হিসেবে দিনটি পালনের লক্ষ্যে এক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয় হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে। কলেজের এনসিসি এবং এনএসএসর ব্যবস্থাপনায় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ, খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ড: গৌতম চ্যাটার্জি বলেন, 'পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে কথাগুলো তুলে ধরছেন। এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছেন যা যুগোপযোগী এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পথপ্রদর্শক হবে, বাস্তবজীবনে পা মেলাতে সুবিধা হবে।' এদিনের অনুষ্ঠানর জেলা খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অফিসার ডক্টর প্রসেনজিৎ বটব্যাল, উপভোক্তা সহকারি পরিচালক সি ডাব্লু ও বিধু ভূষণ সাহা, এনসিসির মেজর ডক্টর রিন্টুকুমার বিশ্বাস, বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজডাঙা দ্যোতকের মুক্তপ্রাণ নাট্যোৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

ক্রমে ক্রমে ৩৪ বছর পার করলো নাট্যদল রাজডাঙা দ্যোতক। বর্তমানে দুই দলের দুই প্রাণ পুরুষ শুভাশিষ এবং শান্তনু। এরা দুজন দলটিকে সুষ্ঠভাবে লালন পালন করে আসছে সৃষ্টির আমল থেকেই। বয়সের দিক থেকে দলটি এখন হাটি হাটি পা পা করে পরিপূর্ণ যুবক। প্রতি বছরের মতো এবারেও তারা সগৌরবে হাজির হল তপন থিয়েটারে তাদের মুক্তপ্রাণ নাট্যৎসব ২০২৪ কে অবলম্বন করে ১৫ নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর টানা চারদিন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ সেনগুপ্ত, দেব রঞ্জন নাগ,সুব্রত ঘোষ এবং হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত।

এদিনের প্রথম উপস্থাপনা নাটক ''নষ্ট তারার গল্প।'' নাট্যকার পার্থ গোস্বামী। সম্পাদনায় ও নির্দেশনায় জয়েশ ল। নাটকটি সুপরিচালিত এবং সুঅভিনিত। সেলুলয়েডের চাকচিক্যও বাহ্যিক আড়ম্বর ও বিনোদন জগতের অন্ধকার দিকগুলিকে চোখে আঙ্গুল গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিল। অভিনয়ে ছিলেন সন্তু চরিত্রে পলাশ শিকদার, সমাজ চরিত্রে আরুষ দত্ত, মারলিনা চরিত্রের সমপ্রীতি চক্রবর্তী এবং মানকেন্দ্র চরিত্রের জয়েশ ল স্বয়ং। আলোক সম্পাতে বাবলু সরকার, মঞ্চ ভাবনায় আরুষ দত্ত, আবহ প্রক্ষেপন —কল্যাণ সরকার এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সৌরজিৎ বসু।

এদিনের দ্বিতীয় নাটক পারমিক ব্যারাকপুর প্রযোজিত রবার্ট ব্রাউনিং এর মনোলগ অবলম্বনে তৈরী নাটক 'ফাঁস'। নাট্যকার অনির্বান সেন, নির্দেশনা শুভোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকনাট্যের আঙ্গিকে নাটকটি উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গীত নাটকে অনেক ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। নাটকটি আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। অনবদ্য স্ক্রীপ্ট। দলগত সংহতি বেশ মজবুত। রাজনীতির জটীল অঙ্ক ক্ষমতাদখল প্রচ্ছন্ন ভাবে এসেছে। ''কে বলে মানুষ মরে আমি বুঝলাম না ব্যপার এবং ভবাপাগলার গানটি সুব্যবহৃত। ছোট হামিদা এবং বড়ো হামিদা দুই জনই দক্ষশিল্পী।

১৬ই নভেম্বর প্রথম নাটক ''ক্রসকানেকশন'', নাট্যকার জ্যোতিস্মান চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনায় শুভোজিৎ বন্দোপাধ্যায়, প্রযোজনা থিয়েটার সাইন। এটি একটি কমেডি স্যাটায়ার। একেবারে আদ্যপান্ত বিনোদন মুলক উপস্থাপনা। কান্ড কারখানা একটু উদ্ভট হলেও দর্শকবৃন্দ বেশ মজা উপভোগ করেছেন। দলগত সংহতি বেশ দৃঢ়। অভিনয়ে ছিলেন সন্তু সাঁধুখা, স্বাগতা সেনগুপ্ত, সৌরভ চক্রবর্তী, গ্রেসি চৌধুরী, অনন্যা ঘোষ এবং শান্তনু পান্ডা। প্রত্যেক শিল্পীই বেশ পরিনত।

দ্বিতীয় নাটক নবাঙ্কুর (মুখার্জী পাড়া) প্রযোজিত নাটক ''সিলেবাসে নেই'', নাট্যকার ও নির্দেশনা শান্তনু চক্রবর্তী। ছোটদের নিয়ে তৈরী নাটক। ছোট ছোট অনুভূতি, সত্য ও সুন্দরভাবে জীবন কাটানো। সোসাল সার্ভিসের শিক্ষা, একসাথে বেঁচে যাত্রার প্রেরণা সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা শিক্ষামূলক উপস্থাপনা live and let live শিশুদের জীবন মনের গঠন স্বচ্ছও সুন্দর হলে একটা বাসযোগ্য পৃথিবী আমরা উপহার দিতে পারবো ভাবি প্রজন্মের জন্য। সকলে যেন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে। শান্তনুর জন্য উষ্ণ অভিনন্দন। অভিনয়ে অঙ্কন মন্ডল , স্বপ্নদীপ,সৌপ্রিতা, সায়ন্তন, সায়ন্তিকা ,সুস্মিতা, নিশা, শ্রেষ্ঠা, দেবনীতা, শঙ্গনাদ ও মৈনাক এবং সমান্বিতা।

তৃতীয় নাটক রাণীকুঠি আঙ্গিক প্রযোজিত '' বাতিঘর''। নাট্যকার সুমন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনা সুশান্ত মজুমদার (বাবুয়া)। নারীর মাতৃ সত্ত্বার স্থান অনেক উচুতে। তার কোন বিকল্প হয়না। অভিনয়ে সুশান্ত মজুমদার, সন্তু সাঁধুখা এবং সুতপা চক্রবর্তী। তিন জনই দক্ষশিল্পী।

৪র্থ নাটক কলুসী প্রযোজনা বজবজ অঙ্গন। নাট্যকার সাত্যিক সরকার নির্দেশনায় অসীম ভট্টাচার্য। নাটকে মাঝি আসলে কে ? তা কিন্তু পরিস্কার হল না। মাঝির বেহালা বাজানো

এবং দার্শনিক কথাবার্তা শুনে মনে ধাঁধালাগে আসলে তিনি কে ? সমাজটা যেন একরঙা একটা মুখোশ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। যেন একল্যাংটা আর এক ল্যাংটাকে বলছে ওরে তোর পাছায় কাপড় কোথায়? সত্য না বৃহত্তর জনমানুষের প্রযোজন, কোনটা বেশী জরুরী। অভিনয়ে অসীম ভট্টাচার্য, সাত্যকি সরকার, দীপঙ্কর ঘোষ ও শঙ্কর চক্রবর্তী।

১৭ই নভেম্বর প্রথম নাটক সোনারপুর দৃশ্যম প্রযোজিত অ্যান্তন চেকভ এর সাড়া জাগানো নাটক ''দ্য বিয়ার''। অনুবাদ ও রূপান্তর ও নির্দেশনায় রাজীব সেন। একটা মিষ্টি মধুর প্রেমের গল্প। বাংলা প্রবাদে আছে আগে তিতা পরে মিঠা। শেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ। ভাল বঙ্গীয় করণ। রাজীব ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে এটা অতন্ত আশা ব্যাঞ্জক। কৌশিককে বেহালা বাদনে আরও আরও একটু প্রফেশনাল হতে হবে। সবশেষে কোয়েলকে একটা উষ্ণ অভিনন্দন। অভিনয়ে–সোম ,রাজীব স্বয়ং, কোয়েল এবং কৌশিক।

দ্বিতীয় নাটক এবং একলব্য প্রযোজিত নাটক ''মোল্লানসিরুদ্দিন''। নাট্যকার শ্যামল চন্দ, নির্দেশনায় সুমন মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা মূলক উপখ্যান। ব্যাক্তি কেন্দ্রিক নাটক হলেও তাকে নিয়ে অনেক গল্প কাহিনী আছে। প্রায় সব গুলিই নীতি শিক্ষা মূলক। এখানে নীতি শিক্ষা হল বুদ্ধি যার বল তার, বুদ্ধিহীনের বল কোথায়। অভিনয়ে পাভেল, সমীর দত্ত, গঙ্গোত্রী দাস, কৌশিক মজুমদার, শান্তনু দাস, শুভঙ্কর পোল্লে, অনুপম মোদক, উপমা মোদক এবং অনিন্দ্য রায় চৌধুরী। আলো সাধন পাড়ুই, আবহ অর্কব্রত সেনগুপ্ত। কোরিও গ্রাফি নীলাঞ্জনা ও কৌস্তভ।

তৃতীয় প্রযোজনা ঐহিক নাটক ''মহাজনের বৈঠা''। নাট্যকার ও নির্দেশনায় অরিন্দম রায়। শক্তি সাধক ভবা পাগলা–র জীবনী ও সাধন মার্গ অবলম্বনে তৈরী ভক্তি মূলক উপস্থাপনা। দলগত সংহতি অসাধারণ। দলের সভ্যদের নিয়েই তৈরী হয়েছে অরিন্দমের অনবদ্য ভক্তিরসের পালা। দর্শকবৃন্দ কে মুগ্ধ করেছে।

৪র্থ নাটক ''ঝড়ের পাখি''। প্রযোজনা উত্তর পাড়া দৃশ্যায়ন। নাট্যকার চন্দন সেন, নির্দেশনা অরিত্র মুখোপাধ্যায়। সময়টা জারের শাসন কাল। রাশিয়ার বিদ্রোহী কবি সাহিত্যিক নাট্যকার ও দার্শনিক আলেকজান্ডার পুশকিন অবলম্বনে তৈরী অনবদ্য রচনা ও অসাধারণ স্ক্রীপট। দানেস এর সাথে পুশকিনের দ্বন্দযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক নিয়েই নাটক এগিয়েছে। শেষে বোঝা যায় নিকোলাসের ব্যবস্থাপনায় পুশকিনের পরাজয় নির্ধারিতই ছিল। আসলে নির্বোধের সাথে যুদ্ধ অর্থহীন। সুমন সিংহ রায় (পুশকিন) একাই একশো।

এদিনের শেষ উপস্থাপনা বারাসাত কাল্পিক প্রযোজিত, নাট্যকার মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত এবং দেবব্রত ব্যানার্জী নির্দেশিত নাটক পাতার বাঁশি। শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন। দুই ভাই কেলো আর ভুলো। নেই কোন অন্নের সংস্থান। স্বপ্নে সংগ্রাম ও লড়াই করে শহিদ বাবা ওদের কাছে আসে ওদের লড়াই করার স্বপ্ন দেখায়। মানুষের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের কথা বলে। এর মধ্যে উপকাহিনি হিসাবে দায়ুদখাঁ কাহিনীকে সুক্ষভাবে সম্পৃক্ত করা যথাযথ হয়েছে। নান্দনিক দিকটা ফুটে উঠেছে। নাটকটি বার্তাবহ হয়ে উঠেছে। ক্রাইসিস একটা অভিজ্ঞতা। স্বপ্ন দেখতে জানতে হয়। ছোট ভাই ভুলো দাদার নৃত্যুর পরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওকে দেশদ্রোহী বলে রাষ্ট্র দেগে দেয়। পাতার বাঁশি অনেকটাই প্রতিকী। বিপ্লবের শেষ সমাধি। অভিনয়ে অনেক শিল্পীই প্রয়োজনে এসেছে। তবে এতটুকু দিধা না করেই বলছি কেলো ও ভুলো দুজনেই বাজীমাত করে দিয়েছে। ওরা দুজনেই এই নাটকের ইউ . এস. পি এবং আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। অজয় বিশ্বাস ও সুজয় চক্রবর্তীকে আমার কুর্নিশ। তোরা ভালো থাকিস। ১৮ই নভেম্বর ছিল আলোচনা সভা। বিষয় ছিল ''সাম্প্রতিক সময়ে থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা''। আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দের মধ্যে ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, অরূপ রায়, শ্রমতী সুপর্না ভট্টাচার্য, শ্রী দেবরঞ্জন নাগ, শ্রী শুভাশীষ ব্যানার্জী। দলের পক্ষ থেকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক, স্মারক এবং মিষ্টান্ন দিয়ে বরন করা হয় অতিথি বৃন্দকে। অংশ গ্রহন কারী সকল দলকেই সম্মানিত করা হয় আয়োজক দলের পক্ষ থেকে। রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় যা বললেন তার মূল কথা হল থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং থাকবে। একটা জীবন্ত শিল্প কলা কখনও হারিয়ে যেতে পারে না। যদি কোন দিন তা ঘটে আমরা অচিরেই বড় কাঙাল হয়ে যাব। তবে একথা ঠিক থিয়েটারে ফর্ম সর্বস্বতা ছাড়তে হবে। বিষয় নির্ভর হতে হবে। থিয়েটার আলো এবং আগুন আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া যে সব দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যে সেচ্ছার প্রতিবাদে সারা দেশ বিদেশে দেখিয়ে দিয়েছে সেই ঘটনা নিয়ে নাট্যকারেরা নাটক লিখবেন এটা আশা করা কি খুব অন্যায়? সেদিন নাটক তার হারানো তার পথ খুঁজে পাবে। শ্রীমতী সুপর্না ভট্‌াচার্য্য বলেন থিয়েটারকে প্রতিবাদী হতে হবে এবং সঙ্গে বিনয়ী ও হতে হবে। থিয়েটারে সর্বজনীনতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই জীবন্ত শিল্প কলার কোন বিকল্প নেই।

শ্রী দেবরঞ্জন নাগ বলেন থিয়েটারে রোমান্টি সিজম বর্জিত হতে হবে। তিনি রক্ত করবীর উদাহরণ টেনে বললেন রক্তকরী প্রতিবাদী কিন্তু তার উপস্থাপনা রোমান্টিক। শ্রী শুভাশিষ ব্যানার্জীর মতে এ বিষয়টা অবান্তর। থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই চারিদিকে এতো থিয়েটার ইচ্ছে। তিনি সকলকে থিয়েটারে সামিল হবার আবেদন করেন। দর্শক জনতাই আমাদের জনার্দ্দন হয়ে উঠুক। আমরা যেন তাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকি। সংক্ষিপ্ত কথায় অরুপ রায় বলেন থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা আছেই। এবং তা গ্রাম থেকে শহর সর্বস্তরে আমাদের বেঁধে বেঁধে থাকতে হবে এবং সর্বস্তরে তা প্রসারিত করতে হবে। উপসংহারে দু একটি কথা বলছি থিয়েটার কে প্রতিবাদী হয়ে উঠতেই হবে । কোন সরকারের তরফদারী করার জন্য থিয়েটার নয়, থিয়েটার শুধু শিল্প কলা ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। থিয়েটার যেদিন আত্মরক্ষার বর্ম খুঁজে বেড়াবে সেদিন তার মৃত্যু ঘটবে। থিয়েটারে লড়াইটা জারী রাখতেই হবে, এবং তার থেকেই থিয়েটার তার পথ খুঁজে নেবে। কোন চাটুকারীতা থিয়েটারের দরকার হয়না। ভাবী প্রজন্মের স্বার্থে এই শিল্পকলাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। সমস্যা আছ, তা থাকবেও, কিন্তু সমস্যা দুর্নিরোধ্য হতে পারে কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মানুষের পাশে থাকার বার্তা সোশাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মানবাধিকার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সূর্যপুরে। বারুইপুর থানার সূর্যপুরের শুভক্ষণ কমপ্লেক্সে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হল মানবাধিকার সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে। এইসংগঠনের মূলত দাবিগুলো হল, মানবাধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। বাক স্বাধীনতার, ন্যায়বিচার, খাদ্যবস্ত্র ,বাসস্থান, শিক্ষা, চাকরির দাবি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা তাদের মূল লক্ষ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক হিসাবে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ সামসুজ্জামান, রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান মৃনাল কান্তি নস্কর, প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার অরূপ কুমার সরদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী হোসেন গাজী, অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার হালদার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবাশীষ মণ্ডুল, আইনজীবি কুতুবউদ্দিন লস্কর, খোকন পন্ডিত সহ আরো অনেকে।

এদিন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ সামসুজ্জামান বলেন, 'আমরা সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। সাধারণ মানুষের অসুবিধায় সবসময় পাশে আছি জাতি, ধর্ম বিভেদ ভুলে সম্প্রীতির বার্তা দিতে। মানুষের পাশে থাকতে আমরা সবসময় এগিয়ে আসি। গরীব ও দু:স্থ মানুষদের কথা ভেবে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ ছাড়াও তাদের যখন যেটুকু প্রয়োজন হয় তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি।'

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বাবার রাজেশ লড়ছে চিকিৎসক হতে

নতুন প্রতিভা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ নম্বর মাঝিপাড়া গ্রামের মিস্ত্রী পরিবার। বাবা রাজকুমার মিস্ত্রী'র মৃত্যুর পর মা সবিতা মিস্ত্রী পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। ১০ নম্বর বাজারে ছোট একটা মুদিখানা দোকান চালিয়ে ২ সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করছেন সবিতা দেবী। ২০১৮ সালে অসুস্থ স্বামীকে চিকিৎসার জন্য বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিনা চিকিৎসায় পথেই মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুতে শোকে মূহ্যমান হয়ে বাক্ রুদ্ধ হয়ে পড়েন সবিতা দেবী। সেদিনেই দুচোখের জল মুছতে মুছতে মৃত স্বামীর পা ছুয়ে শপথ নিয়েছিলেন, ছেলেকে ডাক্তার করতেই হবে। আর যেন কারোর এমনভাবে বিনা চিকিৎসা মৃত্যু না হয়। এমন স্বপ্ন দরিদ্র পরিবারের কাছে বামন হয়ে চাঁদকে স্পর্শ করার কাল্পনিক স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সবিতা দেবী হাল ছাড়তে নারাজ। তাঁর সেই কাল্পনিক স্বপ্ন বাস্তবে পূরণ হতে চলেছে। সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর দেখা যায়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৮৭২৫৪ তম ও রাজ্যের ক্ষেত্রে ৪২০০ তম স্থান পেয়ে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পেয়েছে সবিতা দেবীর বড় ছেলে রাজেশ। একেবারেই দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে শুধুমাত্র ইচ্ছা শক্তি ও মেধার ভিত্তিতে ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মিস্ত্রী পরিবার সহ গোটা গ্রামের মানুষজন আনন্দিত। খুশির হাওয়া সমস্ত গ্রামজুড়ে। প্রতিবেশী তথা স্থানীয় শিশু বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বাসুদেব মাঝি জানিয়েছেন, 'ছোট বেলা থেকেই রাজেশ অত্যন্ত মেধাবী এবং শান্ত স্বভাবের ছিল। কথা বলত খুবই কম। ওর বয়সী ছেলেরা যখন বিভিন্ন খেলাধুলায় মত্ত, তখন বই নিয়ে ঘরে বসে পড়াশোনা করতো রাজেশ। ২০১৮ সালে যখন ওর বাবা মারা যায়, দুই ভাই খুব ছোট ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি মায়ের মুদিখানা দোকানে মাকে সাহায্য করতো। ওর জন্য সত্যিই আমরা খুব গর্বিত। ও আমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে এবং ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।'

স্থানীয় ১০ নম্বর মাঝিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুরঞ্জন সরদার'রা জানিয়েছেন, '১০ নম্বর আমঝাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে ২০১১ সালে ১০ নম্বর মাঝিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। তখন থেকেই খুব কাছে থেকে দেখেছি,ও পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। এখান থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাসন্তীর নফরগঞ্জ বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়। সেখান থেকে ৭৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে। পরে কাকদ্বীপের দেবনগর এম ডি এইচ এস স্কুলে ভর্তি হয়। ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে সেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে রাজেশ। এরপর ২০২৪ এর নিট পরীক্ষায় বসে মায়ের স্বপ্নকে স্বার্থক করতে পেরেছে। রাজেশের জন্য আমরা গর্বিত। ও যখন ছুটিতে বাড়িতে আসতো, তখন শিক্ষক অশোক কুমার মাইতি(বর্তমানে প্রয়াত) ও আমরা ওকে পড়াশোনার বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছিলাম। তাই ওর এই সাফল্যে আমরা খুব খুশি। আজ অশোকবাবু বেঁচে থাকলে তিনিও খুব খুশি হতেন।'

বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী জানিয়েছেন, 'অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল রাজেশ। তারপর রাজেশের মায়ের ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রবল। ফলে শত বাধা পেরিয়ে আজ লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রাথমিক পর্বে সফল রাজেশ। আশাকরি বড় ডাক্তার হয়ে গ্রামের মানুষের সেবায় মগ্ন হবে। '

অন্যদিকে রাজেশের কথায় তার শিক্ষা জীবনের সকল গুরু তথা তার মা সবিতা দেবীকে এই সাফল্য উৎসর্গ করতে চায়। আপাততঃ কাউন্সেলিং চলছে। এখন মন দিয়ে ডাক্তারী শিখে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই তার জীবনের একমাত্র মূল লক্ষ্য।

বালি দ্বীপে বয়স্কদের মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধন–সম্পদ এমনকী পরিবার পরিজন থাকলেও বার্ধক্যের কারণে অধিকাংশ সময়েই একাকিত্ব বোধ করেন বয়স্করা। আবার অনেকেই অর্থনৈতিক কষ্টে জর্জরিত, দরিদ্র অসহায়। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। সুন্দরবনের জলে জঙ্গলে লড়াই করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। জীবন সায়াহ্নে আনন্দ উধাও হয়ে যায়। জীবনের শেষ কটাদিন

যাতে ভালোভাবেই কাটে তার উদ্যোগ গ্রহণ করলো বাসন্তীর চম্পা মহিলা সোসাইটি নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের নিয়ে শনিবার সুন্দরবনের বালি দ্বীপের মথুরাখণ্ডে আয়োজিত হয় 'বয়স্কদের মিলন মেলা'।

ভারত সরকারের ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউট অফ জেরনটোলজির উদ্যোগে সুন্দরবন বালি দ্বীপের এই মিলন মেলায় সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের শতাধিক বৃদ্ধ–বৃদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। মেলায় তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। গল্পগুজব করা হয়। পাশাপাশি দুপুরে বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের মধ্যাহ্ন ভোজেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিলন মেলায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রসেনজিৎ বর্মন, ডাঃ আমন গুপ্ত, সূর্যাশীষ গুপ্ত, সমাজসেবী অমল নায়েক সহ অন্যান্যরা। সমাজসেবী অমল নায়েক বলেন, 'সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের অসংখ্য মানুষ অসহায়। তাঁদের পরিবারের বৃদ্ধ বৃদ্ধা রয়েছেন। অসুস্থ হলে দুর্গম নদী পথ পেরিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়াও অর্থনৈতিক সংকট রয়েছে। ফলে বাড়িতেই আরো বেশি অসহায় হয়ে পড়েন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। তাঁরা যাতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুখে থাকেন তার জন্য এমন মিলন মেলার আয়োজন। পাশাপাশি প্রতিদিনই তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই দ্বীপ এলাকায়। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ২৫০ বৃদ্ধা–বৃদ্ধার চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় প্রতিদিন। আগামীদিনে পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে।'

নতুন প্রভাত পত্রিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি হাওড়া : গত ২৪ নভেম্বর হাওড়া জগদীশপুর পঞ্চানন ভবনে ২৫২ তম আসরে নতুন প্রভাত পত্রিকার বিশেষ শারদ সংখ্যা সভাপতি কবি শংকর সাহা প্রধান অতিথি ডঃ সুগত মুখার্জীর হাতে তুলে দেন। ৪৫ জন লেখকের গল্প, কবিতা,প্রবন্ধ, গ্রন্থ আলোচনা ছাড়াও তথ্য সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে ভরপুর এবারের শারদ সংখ্যা। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিমান রায়,রাঘব পোড়ে, অর্চনা দাস, সঞ্জয় চ্যাটার্জী,সোমা পাইন,আরতি মিত্র,তপন কুমার

ঘোষ,রুমা বসু নস্কর,সন্ত সাহা,তনু দাস, কালীপদ দাস প্রমুখ গুনিজন। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে স্বাগত জানান কবি ও ছড়াকার কিংকর চন্দ্র রায় ও শতদল অধিকারী। সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিক শিল্পী দীপক দত্ত।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - ২০২৫

-ঃ পরিচালনায় ঃ-

মাঙ্গলিকী

(নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

সামালি, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

তারিখ ঃ ১৯শে থেকে ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৫

১৯শে জানুয়ারী ২০২৫, রবিবার

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (৯ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ২.৩০ মিনিট
যে কোন কবির ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (৯ বছর উর্দ্ধে ১৪ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ৩.৩০ মিনিট
সুবোধ সরকার / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / ভবানী প্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা।
দুপুর ২টায় ঃ 'গ' বিভাগ (১৪ বছরের উর্দ্ধে সর্ব সাধারণ)
সময় সীমা অনধিক ৪ মিনিট
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / শুভ দাশগুপ্ত-র যে কোন কবিতা।

২০শে জানুয়ারী ২০২৫, সোমবার

একক রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বৎসর পর্যন্ত)
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বৎসর উর্দ্ধে)
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক বাংলা গান প্রতিযোগিতা** (১০ বৎসর উর্দ্ধে)
দুপুর ৩টায় ঃ **দলগত সংগীত প্রতিযোগিতা** (সর্বসাধারণ)

২১শে জানুয়ারী ২০২৫, মঙ্গলবার

একক সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতা

দুপুর ২টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বছর পর্যন্ত)
দুপুর ৩-৩০টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বছর উর্দ্ধে)

২২শে জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার

বাংলা কবিতা উৎসব

এই সময়ের খ্যাতিমান আমন্ত্রিত বাংলা কবি ও বাচিক শিল্পীর সমন্বয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশ অবাধ।

২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (কেবলমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে)
'ক' বিভাগ - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'খ' বিভাগ** - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'গ' বিভাগ** - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), **'ঘ' বিভাগ**- ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৮ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148/ 8013523095
স্বপনকুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ-২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরশুনা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
সুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
নরেন্দ্রনাথ কুলে, বেহালা ঃ 9330842624
ডোনা জানা, বজবজ ঃ 7687073421

-ঃ নিয়মাবলী ঃ-

১। প্রতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই।
২। তবলা ও তবলাবাদক সংস্থার পক্ষে থাকবে। প্রয়োজনে নিজস্ব তবলাবাদক সঙ্গে আনা যাবে। হারমোনিয়াম থাকবে। অন্য কোন যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না।
৩। বয়সের প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৪। আন্তরিক আবেদন ঃ প্রতি প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী / স্থানাধিকারিণীকে ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চে তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। সময়ঃ সকাল ১১টা।
৫। সর্বক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৬। নৃত্যের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগি বা প্রতিযোগিনীর নির্বাচিত গানের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পেনড্রাইভ অথবা মোবাইল সঙ্গে আনতে হবে।
৭। ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা থাকবে।
৮। ১৫ই জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার-এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।
৯। দলগত সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে রুচি সম্মত (হিন্দি ব্যতীত) যে কোনও সংগীত পরিবেশন করা যাবে। যন্ত্রবাদক ব্যতীত কমপক্ষে ৪ জনের দল হতে হবে।

আঁতস কাঁচে

স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল

আগামী ১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর সল্টলেকের উন্নয়ন ভবনের উত্তম মঞ্চে স্পোর্টস ফিল্ম ফেসটিভাল। ভারত, আমেরিকা, জার্মানি, চিন এই চারটি দেশের ছবি দেখানো হবে । বাংলার জনপ্রিয় কনী আর ১১ ছবি দেখানো। মোট ৪ টে শো চলবে।এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে।

সুনীলের নজির

তিনি গোট। তিনি আইকন। বয়স ৪০ বছর ১২৬ দিন। দৌড়চ্ছেন এখনও। গোল করছেন। হ্যাটট্রিকও। আইএসএলের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড গড়লেন সুনীল ছেত্রী। লিগের সবচেয়ে বয়স্ক হ্যাটট্রিক স্কোরার হিসেবে নিজের নাম খোদাই করলেন তিনি। তাঁর অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সেই কেরালা ব্লাস্টার্সকে ৪–২ ব্যবধানে হারাল বেঙ্গালুরু এফসি। এর আগে এই রেকর্ড ছিল হায়দরাবাদ এফসি–র বার্থোলোমিউ ওগবেচের, যিনি ৩৮ বছর ৯৬ দিনে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে এফসি গোয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এই নিয়ে তৃতীয়বার আইএসএলে হ্যাটট্রিক করলেন সুনীল। তিনিই হন ম্যাচের সেরা।

রেকর্ড রান

মাত্র ২০ ওভার। মানে ১২০ বল! কোথায় থামবে রানের পাহাড়? সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ ক্রিকেটে বিরল রেকর্ড গড়ে ফেলল বরোদা। নাইরোবিতে গত অক্টোবরে গাম্বিয়ার বিপক্ষে টি২০তে সর্বোচ্চ ৩৪৪ রানের স্কোর গড়েছিল জিম্বাবোয়ে। এবার সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল ভারতের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির সিকিম ও বরোদার ম্যাচ। এই রান তুলতে ৩৭টি ছক্কা হাঁকিয়েছে বরোদা। টি২০তে এটাও এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছয়ের রেকর্ড। এর আগের রেকর্ডটাও ছিল জিম্বাবোয়ের। গাম্বিয়ার বিপক্ষে তারা মেরেছিল ২৭ ছয়। বরোদার হয়ে ভানু পানিয়া ৫১ বলে ১৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। ম্যাচটা বরোদা জিতেছে ২৬৩ রানে। সিকিম ২০ ওভার খেলে ৭ উইকেটে করে ৮৬ রান।

বাংলার জয়

বোলিংয়ে ম্যাচ জেতানোর নজির অনেক আছে মহম্মদ শামির। এবার বাংলাকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলতে জ্বলে উঠলেন ব্যাট হাতে। সৈয়দ মুস্তাকে রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে চণ্ডীগড়কে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ১৭ বল খেলে ৩২ রান করেন মহম্মদ শামি। আর বাংলা জেতে মাত্র ৩ রানে। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান তোলে বাংলা। অন্যদিকে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রানে থামে চণ্ডীগড়। বাংলার হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন করণলাল (৩৩), এরপরই শামির রান ৩২। পাশাপাশি বল হাতেও নেন ১ উইকেট। ২৪ বলে ৩০ রান করেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। ৪ উইকেট পায় সায়ন ঘোষ।

দত্ত বনাম বোস!

বাগানে কি সচিবের লড়াইতে দেখা যাবে দত্ত বনাম বোস লড়াই? ময়দানে তা নিয়েই ছড়িয়েছে গুঞ্জন। নতুন বছরের কাউন্টডাউনের সঙ্গে সঙ্গে দামামা বেজে গেল মোহনবাগান নির্বাচনেরও। মোহনবাগান কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী বছরের শুরুতেই ১৮ জানুয়ারি গঙ্গাপাড়ের ক্লাবে বার্ষিক সাধারণ সভা হবে। সেইসঙ্গে নির্বাচনের জন্য বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হবে। নির্বাচনের দায়িত্বে থাকবেন অবসর প্রাপ্ত আইনজীবী অসীম রায়। গত নির্বাচনেও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। নির্বাচন কবে হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। অসীম রায়ের কমিটিই তা ঠিক করবে।

সন্তোষ ট্রফিতে দীর্ঘদিনের খরা কাটানোর স্বপ্ন বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রুপ লিগে দুর্দান্ত পারফরমেন্স। এবার মূলপর্বের লড়াই। সন্তোষ ট্রফিতে দীর্ঘদিনের খরা কাটাতে হায়দরাবাদ রওনা হচ্ছে বাংলা দল। বাংলার প্রথম ম্যাচ ১৪ ডিসেম্বর। মূলপর্বের জন্য ২২ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। কোচ সঞ্জয় সেনের কাছে চ্যালেঞ্জ দীর্ঘদিনের খরা কাটিয়ে বাংলাকে সাফল্যের মুখ দেখানো।

২০১৬–১৭ মরসুমে শেষবার সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। ফাইনালে গোয়াকে ১–০ ব্যবধানে আহিরেয়েছিল। তারপর শুধুই খরা। ২০২১–২২ মরসুমে খেতাবের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ফাইনালে কেরলের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ১–১। টাইব্রেকারে ৫–৪ ব্যবধানে হেরে দীর্ঘদিন পর

খেতাব জয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এবারও বাংলার সামনে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে পারে কেরল। কেরলের একঝাঁক ফুটবলার এবছর কলকাতা লিগে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে।

সন্তোষ ট্রফিতে একসময় বাংলারই দাপট ছিল। রেকর্ড ৩২ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স ১৪ বার। বাংলার পর সবথেকে বেশিবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঞ্জাব। তারা ৮ বার করে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়েছে। ইদানিং জাতীয় ফুটবলে গোয়া, কেরল দাপট দেখাচ্ছে। এখন দেখার এবছর গোয়া, কেরলের দাপট ভেঙে বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারেন কিনা সঞ্জয় সেন। মূলপর্বে বাংলার প্রথম ম্যাচ ১৪ ডিসেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। পরের ম্যাচ ১৬ ডিসেম্বর তেলেঙ্গনার বিরুদ্ধে।

ঘোষিত ২২ জনের দলে সুযোগ পেয়েছেন

গোলকিপার: সৌরভ সামন্ত, শুভম রায়, আদিত্য পাত্র।

রক্ষণ: জুয়েল আহমেদ মজুমদার, অয়ন মণ্ডল, মদন মাণ্ডি, রবিলাল মাণ্ডি, বিক্রম প্রধান, রাহুল কুদ্দুস পুরকায়েত।

মিডফিল্ডার: বিশাল দাস, চাকু মাণ্ডি, আদিত্য থাপা, সুপ্রদীপ হাজরা, বাসুদেব মাণ্ডি, ইসরাফিল দেওয়ান, আবু সুফিয়ান শেখ, অমরনাথ বাস্কে, সুপ্রিয় পণ্ডিত।

ফরোয়ার্ড: রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, মনোতোষ মাজি, অরিত্র ঘোষ।

ছন্দে দুই প্রধান বিপর্যস্ত মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি আইএসএলে লিগশিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবং কলকাতার আর এক দল ইস্টবেঙ্গল ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলেও ব্যর্থতার অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় ফিরতে পারেনি মহমেডান। গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ২–০–য় লিগের সাত নম্বর জয়টি তুলে নেয় মোহনবাগান এসজি। আগের দিনই কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে এক নম্বরে উঠে পড়েছিল বেঙ্গালুরু। কিন্তু একদিনের বেশি স্থায়ী হয়নি তাদের সেই আনন্দ। পরের দিনই দুই সবুজ–মেরুন উইঙ্গার মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর গোলে টানা তৃতীয় জয় তুলে নেয় কলকাতার দল। এই জয়ে এক নম্বর জায়গাটা বহাল রাখে স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনার দল। শেষ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে এটি তাদের চতুর্থ জয়। এই নিয়ে টানা সাতটি ম্যাচে অপরাজিত তারা, যার মধ্যে ছ'টিতেই জিতেছে। জেগে উঠছে লাল–হলুদ ব্রিগেডও। চেন্নাইন এফসি–কে ২–০–য় হারিয়ে লিগ টেবলের সর্বশেষ স্থান থেকে দুই ধাপ উঠে আসে লাল–হলুদ বাহিনী। এ সপ্তাহের শেষে তারা এখন লিগ টেবলের ১১ নম্বরে রয়েছে। টানা ৬৭ দিন ১৩ নম্বরে থাকার পর এই জয় তাদের ১১ নম্বরে তুলে দেয়। চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ৫৪ মিনিটের মাথায় পিভি বিষ্ণু ও ৮৪ মিনিটের মাথায় জিকসন সিং দু'টি দুর্দান্ত গোল করে লিগের দ্বিতীয় জয় এনে দেয় লাল–হলুদ বাহিনীকে। লিগের ইতিহাসে গোল অক্ষত রেখে টানা দু'টি জয় প্রথম অর্জন করে তারা। আর এই নিয়ে টানা তিনটি ম্যাচে ক্লিন শিট বজায় রাখে তারা, যা অবশ্যই ইতিবাচক ইঙ্গিত। অন্যদিকে দুঃসময় চলছেই মহমেডানের! পঞ্জাব এফসি–র কাছে ০–২–এ হারে। দশ নম্বর ম্যাচে এই নিয়ে সপ্তম হারের মুখোমুখি হতে হয় তাদের। এই নিয়ে টানা ছ'টি ম্যাচে জয়হীন তারা। যার মধ্যে পাঁচটিতেই হেরেছে। ২৬ সেপ্টেম্বর চেন্নাইন এফসি–র বিরুদ্ধে একমাত্র জয় পাওয়ার পর তারা আর কোনও ম্যাচে জিততে পারেনি। গোলের প্রচুর সুযোগ হাতছাড়া করা এবং বিরতির পর তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়া— এই দুই রোগে আক্রান্ত হয়ে এ বার বেশিরভাগ ম্যাচেই হারের মুখ দেখতে হয়েছে কলকাতার দলকে। এই ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সে দিনও ১১টি গোলের সুযোগ তৈরি করেও তা থেকে কোনও গোল করতে পারেনি মহমেডান এসসি।

পদযাত্রা দিয়েই যাত্রা শুরু বিওএ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বপন বিদায়ে নতুন করেই স্বপ্ন দেখা শুরু বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের। পদযাত্রা দিয়েই যাত্রা শুরুর বার্তা দিল বিওএ'র নতুন কমিটি। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে হারিয়ে নতুন সভাপতি হন চন্দন রায়চৌধুরী। জয়ী হয় তাঁর প্যানেলও। বিওএ কার্যালয়ে উৎসবের আমেজ। শুভেচ্ছা বিনিময় থেকে কেক কাটা, মিষ্টি মুখ সবই চলল নতুন–পুরনো প্রতিনিধিদের। তবে সময় নষ্ট করার সময় নেই। তাই প্রথম দিন থেকে বিওএ'তে তৈরি হল প্রাথমিক খসড়া। ঠিক হয়েছে, আগামী ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে আয়োজন করা হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার। যুব দিবসে যুবদের পাশে নিয়েই ফের স্বমহিমায় বিওএ অ্যাথলিটে ফিরে আসার বার্তাই দিতে চায় এই যাত্রায়। প্রাথমিক আলোচনায় ঠিক হয়েছে ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্টেট গেমস আয়োজনের চেষ্টা করা হবে। বিওএ'র শতবর্ষে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেননি বিদায়ী সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তা আর সম্ভব না হলেও, শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান জাঁকজমক করেই করতে চান সদ্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। যে অনুষ্ঠানে

অলিম্পিয়ানদের বাংলায় দেখার সম্ভাবনা প্রবল। আমন্ত্রণ জানানো হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। আগামী ১৮ তারিখ প্রথম কার্যকরী কমিটির বৈঠক।সেখানেই তৈরি হবে আগামী পরিকল্পনার খসড়া। প্রথম দিন বিওএ দফতরে সদ্য নির্বাচিত চন্দন রায়চৌধুরী সভাপতির পদে বসলেন প্রথমবার। সেইসঙ্গেই দেখা যায় সচিব জহর দাসকে। তিনি অবশ্য পরিচিত মুখ বিওএ'র। ছিলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী কোষাধক্ষ্য কমল মৈত্র। এসেছিলেন ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা, ক্রিকেট প্রশাসক বিশ্বরূপ দে'ও। যিনি বিওএ'তে ৫২ ভোট পেয়ে সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবার। সেইসঙ্গে ছিলেন অন্যান্য ইউনিটের জয়ী প্রতিনিধিরাও।

টুকরো

শীর্ষে ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারায় তারায় ব্র্যান্ডিং যুদ্ধ! আর সেখানেই বাজিমাত মহেন্দ্র সিং ধোনি। যে দৌড়ে পিছিয়ে পড়লেন অমিতাভ বচ্চন থেকে শাহরুখ খান। সম্প্রতি ভারতীয় সেলিব্রিটিদের নিয়ে এনডোর্সমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ করেছে টিএএম মিডিয়া রিসার্চ। রিপোর্ট অনুযায়ী ৪২টি কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ৪৩ বছর বয়সী ধোনি। যা বেড়েছে গতবছরের থেকেও অন্তত ১০ কোম্পানি। অন্যদিকে ৮২ বছর বয়সী অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ৪১টি ব্র্যান্ডের চুক্তি আছে, ৫৯ বছর বয়সী শাহরুখ খান চুক্তিবদ্ধ ৩৪টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে ২৪ টা ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে বিরাট কোহলির চুক্তি ২১টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে।

শাস্তি ২ ক্রিকেটারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঠেতেই তর্কাতর্কি। শাস্তি পেলেন মহম্মদ সিরাজ ও ট্রাভিস হেড। তবে সিরাজের শাস্তির পরিমাণ বেশি, হেডের কম। আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইসিসির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি সিরাজকে ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করেছে। তাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। হেডের জরিমানা না হলেও এক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। দু'জনকেই মৌখিকভাবে সতর্কও করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় দু'জনেই আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় শাস্তি এড়াতে পারলেন না।

বাগানে আসছেন বিশ্বকাপজয়ী কিরমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে ১৫ জানুয়ারি ক্রিকেট দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওইদিন প্রয়াত কিংবদন্তি চুনী গোস্বামীর জন্মদিন। ফলে ওই দিনটিকে ক্রিকেট দিবস হিসেবে বেছে নেওয়ার পাশাপাশি ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট দলের সদস্য সৈয়দ কিরমানিকে সম্মানিত করা হবে। আগেই ঠিক হয়েছিল, মোহনবাগানের ক্রিকেট পরিকাঠামো নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। তার উদ্বোধন জমকালোভাবে করা হবে। ফিতে কাটবেন তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী দলের কোনও সদস্য। সচিব দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, কিরমানির মতো কিংবদন্তিকে বেছে নেওয়ার কারণ তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, কিরমানির মতো উইকেটরক্ষক ভারতীয় ক্রিকেটে আসেননি। এর আগে ক্লাবের প্রবেশদ্বার চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। যার ফিতে কেটেছিলেন সুনীল গাভাসকর। এবার তার রেশ ধরে

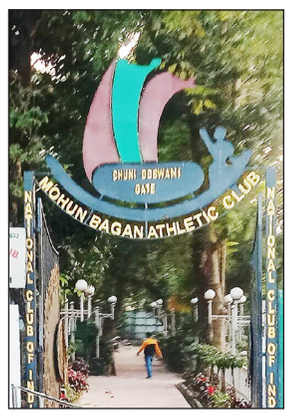

উন্নত ক্রিকেট পরিকাঠামোর উদ্বোধন কিরমানির হাত দিয়ে করানো হচ্ছে। এছাড়াও অমর একাদশের মূর্তিটিকে রোদ–জল–ঝড় থেকে বাঁচাতে আপাতত গ্যালারির তলায় মাঠে প্রবেশের আগে কোনও একটি জায়গায় পুনঃস্থাপন করা হবে। পরে ক্লাবের মিউজিয়াম তৈরি হলে তা সেখানে স্থানান্তরিত হবে বলে জানিয়েছেন দেবাশিস দত্ত। এই ব্যাপারে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় অনুমতি মিলেছে।

১২ ডিসেম্বর বাটানগরে বাটা–মহেশতলা এক্স প্লেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এ বছরও অনুষ্ঠিত হল গেট টুগেদার। বাটানগর, মহেশতলা, পূজালী, কলকাতা থেকে পুরনো ও নবীন খেলোয়াড়রা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। খেলা নিয়ে আলোচনাসহ সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ ঘোষ, শংকর ব্যানার্জি, সুকোমল হুই, স্বপন রাউত, শান্তি মজুমদার, তরুণ কর্মকার, সত্যশ্রী ব্যানার্জি, শংকর ঘোষ, শ্যামল ঘোষ, বিমান হালদার, তারক সাহা, সমীরণ ঘোষ, সঞ্জয় দে সহ প্রায় ১০০ জন বিখ্যাত খেলোয়াড়। ছবি : অরুণ লোধ

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

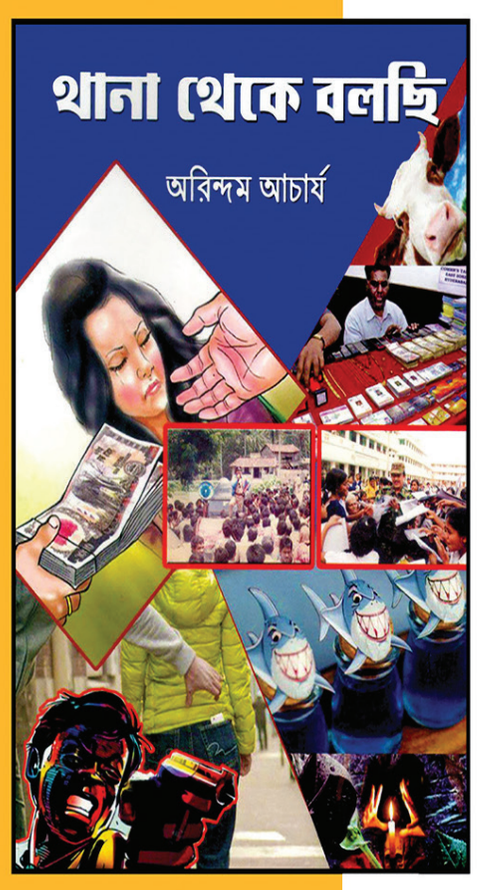

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

জেলায় জেলায় টক্কর

মহিলা রেফারির পরিচালনায় ফাইনাল খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজ থেকে খেলাধুলা হারিয়ে যেতে বসেছে। যুব সম্প্রদায় মোবাইলে ব্যস্ত। তাদের মাঠ মুখী করতেই ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয় বলে কমিটি সদস্যদের বক্তব্য। বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মোট ৮টি দলকে নিয়ে নক আউট ফুটবল খেলা শুরু হয় ২৮ অক্টোবর। ১০ ডিসেম্বর চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় বীরভূম জেলার কাঁকরতলা মানা–আক্তার–সেলিম ফুটবল দল বনাম পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়ার শ্যাম মেটালস ফুটবল দল। খেলা ঘিরে ছিল টানটান উত্তেজনা দর্শক সমাগমে তিলধারণের জায়গা ছিল না। কাঁকরতলা মানা–আক্তার–সেলিম ফুটবল দল ১– ০ গোলের ব্যবধানে বিজয়ী ঘোষিত হয়। বিজয়ী দলের হাতে নগদ ৮১০০০ টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে নগদ ৬১০০০ টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হয়। ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, ম্যান অব দ্যা সিরিজ, বেস্ট গোলকিপার সহ বিভিন্ন বিভাগে কৃতি খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয়। বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল, তৃণমূল জেলা কোরকমিটি সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, রাজ্য যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা, খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কোরকমিটি যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামলকুমার গায়েন ও মৃণালকান্তি ঘোষ এবং দুই সদস্য উজ্জ্বল হককাদেরী ও কাঞ্চন দে, সমাজসেবী সেখ জয়নাল, কেনিজ রাসেদ, কামেলা বিবি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'গত ৩৪ বছরে খেলা বন্ধ হয়ে গেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাকে আবার জাগিয়েছেন। গ্রামের মানুষজন এখনো খেলাকে ধরে রেখেছেন। খেলা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বড়রা উচ্চ বিদ্যালয়ের এই খেলার মাঠে স্টেডিয়াম গড়ে দেবার আবেদন জানানো হয়। সেক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডল আশ্বাস দেন কিভাবে করা যায় আলোচনা করে দেখছি। ফাইনাল খেলা পরিচালনা তথা রেফারীর ভূমিকায় ছিলেন কোলকাতা থেকে আগত মৌমিতা অধিকারী।

জমজমাট ফুটবল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের ব্যাটিং শুরু, ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই শীত তার ঝড়ো ব্যাটিং শুরু করে দিয়েছে। এদিন সকাল থেকেই গোটা শহর ছিল কুয়াশায় আবৃত। বাড়ির দরজা খুললে মনে হচ্ছে যেন এক টুকরো দার্জিলিং। শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ও এদিন যথেষ্ট কুয়াশার লক্ষ্য করা যায়। চলছে শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগের খেলা শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্গা স্টেডিয়ামে। এদিন এসএসবি মুখোমুখি হয়েছিল ডি এস ইউ। কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশা জমজমাট ফুটবল দেখতে দর্শকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে পাশাপাশি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। কুয়াশার চাদরে আবৃত হয়ে পড়ে গোটা শহর। ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই ঠান্ডায় মজেছে শহর শিলিগুড়ি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com